NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ রোহিতকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে অধিনায়কত্ব দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

ধোনির ৭ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত বোর্ডের ৮

কলকাতা ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.12.2023, Vol.17, Issue No.184, 8 Pages, Price 3.00

গ্যাস হামলার ঘটনায় মোদি-শাহর বিবৃতির দাবিতে উত্তপ্ত সংসদ

সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি দুই অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর: বিরোধী সাংসদদের সাসপেনশনেও শান্তি ফিরল না সংসদে। লোকসভায় গ্যাস হামলার ঘটনার জেরে সংসদ চত্বরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুক্রবারও বিক্ষোভ দেখালেন বিরোধী সাংসদেরা। দফায় দফায় অশান্তির জেরে সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন।

সংসদের ভবনের সামনেও শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা। সেখানে হাজির ছিলেন বৃহস্পতিবার সাসপেন্ড হওয়া সাংসদেরাও। বিরোধীদের দাবি, বুধবারের হানাদারি নিয়ে শীতকালীন অধিবেশনে বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের বর্তমান শীতকালীন অধিবেশন চলার কথা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ১৪ বিরোধী সাংসদের সাসপেনশনের জেরে অধিবেশনের বাকি দিনগুলিতেও অশান্তির সম্ভাবনা থাকছে।

গত ২৮ মে বিপুল সমারোহে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেপ্টেম্বরে গণেশ চতুর্থী তিথিতে অধিবেশন শুরু হয়েছিল নতুন ভবনে। কিন্তু তার তিন মাসের মধ্যেই সুরক্ষার গুরুতর গাফিলতি দেখা গেল সেখানে। বুধবার তিন স্তরের সুরক্ষা বলয় টপকে কী ভাবে চার বিক্ষোভকারী গ্যাস-ক্যানিস্টার নিয়ে ভবনের সংরক্ষিত এলাকায় পৌঁছে গেলেন, এমনকী, তাঁদের মধ্যে দু'জন লোকসভার অধিবেশনে ঢুকে দর্শক আসন থেকে ফ্লোরে ঝাঁপ মারার সুযোগ পেলেন, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার লোকসভা এবং রাজ্যসভায় সরব হন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদেরা। শাহের বিবৃতি দাবি করে সংসদের দু'কক্ষেই ওয়েলে নেমে স্লোগান তোলেন বিরোধী সাংসদেরা।

বিক্ষোভ সামাল দিতে না-পেরে রাজ্যসভার অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় শীতকালীন অধিবেশনের বাকি দিনগুলির জন্য সাসপেন্ড করেন তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। লোকসভায় সাসপেন্ড করা হয় ১৪ সাংসদকে। তাঁদের মধ্যে কংগ্রেসের ন'জন, সিপিএমের দু'জন, ডিএমকের দু'জন এবং সিপিআইয়ের এক সাংসদ রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। অধিবেশন শুরুর পরে মোদি-শাহের বিবৃতির দাবিতে ওয়েলে নেমে শুরু হয় বিক্ষোভ। পাল্টা স্লোগান ওঠে বিজেপির বেঞ্চ থেকেও। অশান্তির জেরে প্রথমে বেলা ১২টা, তার পরে ২টো, শেষে সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি হয় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন।

অভিষেকের আর্জি আবার খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট !

বিচারপতি সিংহের এজলাসেই মামলা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের কিছু পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে অভিষেক শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

পাশাপাশি হাইকোর্টের বিচারপতির বেঞ্চ বদলের জন্যেও আবেদন জানিয়েছিলেন অভিষেক। সেই সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার খবর প্রকাশের উপরে বিধিনিষেধ জারি করার আবেদন জানিয়েছিলেন শীর্ষ আদালতে। কিন্তু বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার নেতৃত্বাধীন শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে বলেছে, 'আদালতের পর্যবেক্ষণের উপর আমরা হস্তক্ষেপ করি না।'

গত শুক্রবারও বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের আর্জি খারিজ করে জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করা হবে না। বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চ এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপের আবেদন খারিজ করলেও সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল ইডিকে আইন মেনে কাজ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক, তাঁর পরিবার এবং লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির বিরুদ্ধে ইডিকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিংহ। কম সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১০ বছর আগের নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিতে বলা হয়েছে। অভিষেকের আইনজীবীর অভিযোগ, আদালত তদন্তে 'নজরদারি'র পরিবর্তে 'তদারকি' করছে। যদিও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ অভিষেকের আবেদনে সাড়া দেয়নি। বরং বেঞ্চ তাঁকে তদন্তে সাহায্য করতে বলে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, এত গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে ইডি যে তথ্য এবং নথি চেয়েছে তা কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তদন্তের স্বার্থে তথ্য এবং নথি না দিলে তার প্রভাব সাংঘাতিক হতে পারে। এমনকী, এ নিয়ে জনসাধারণের মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

এক্স হ্যান্ডলে অভিষেকের ইমোজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার দুপুর ২টোয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডলে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক একটি খবরের লিঙ্ক পোস্ট করে বিবরণে লিখলেন 'বুম!'। সঙ্গে আগুনের ইমোজি। সঙ্গে ১০০-য় ১০০ পাওয়ার একটি ইমোজিও। প্রথমটি বোমা ফাটানোর শব্দ। দ্বিতীয়টি আগুন ঝরানো ইমোজি। শেষ ইমোজিটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় কারও তারিফ বা কারও সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করতে। অভিষেক এই সব ক'টি ভাবনা ব্যক্ত করেছেন যাঁর প্রতি, তিনি সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতি এস কে কউল। শুক্রবারই ছিল সুপ্রিম কোর্টে ওই বিচারপতির শেষ দিন। শেষ দিনে বিদায় সম্ভাষণে বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

সুদ বাড়াচ্ছে এসবিআই

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর: বছর শেষে গ্রাহকদের জন্য দুঃসংবাদ আনল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। গাড়ি-বাড়ির সুদে ঋণের হার বাড়াল দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। ফলে নতুন বছর থেকেই অতিরিক্ত ইএমআই-এর বোঝা পড়তে পারে মধ্যবিত্তর উপর। স্টেট ব্যাংকের এমসিএলআর ৫ বেসিস পয়েন্ট থেকে ১০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে। ফলে সব সুদের ক্ষেত্রেই ইএমআই কমবেশি বাড়বে। নতুন সুদের হার কার্যকর হচ্ছে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ থেকেই। এর ফলে স্টেট ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ ঋণগ্রাহক বাড়তি চাপে পড়বেন।

ভিসা ছাড়াই ইরানে

তেহরান, ১৫ ডিসেম্বর: ইরানে প্রবেশ করতে গেলে ভিসা লাগবে না ভারতীয়দের। সেদেশের পর্যটন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, মোট ৩৩টি দেশের নাগরিকদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভিসা ছাড়াই ইরানে প্রবেশাধিকার পাবেন এই দেশের নাগরিকরা। ইরানের পর্যটনমন্ত্রী এজাতোল্লা জারগামি জানান, দেশের পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতেই এই সিদ্ধান্ত। তার ফলে ইরান সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব কমতে আমজনতার মনে।

শপথ ভজনলাল শর্মার

জয়পুর, ১৫ ডিসেম্বর: শুক্রবার রাজস্থানের ১৫তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ভজনলাল শর্মা। তাঁর সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দিয়া কুমারী এবং প্রেমচাঁদ বৈরওয়া। তিনজনকেই শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র। জয়পুরের রামনিবাস বাগের অ্যালবার্ট হলে এই অনুষ্ঠান হয়। এই তিনজন ছাড়া, আর কোনও মন্ত্রী এদিন শপথ নেননি। পরবর্তী সময়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

জ্যোতিপ্রিয়র কেবিন থেকে সরছে সিসিটিভি

আদালতের নির্দেশে নিরাপত্তার দায়িত্বে সিআরপিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসকেএম-এ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কেবিন থেকে শনিবারই সিসিটিভি খুলে নেওয়ার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পরিবর্তে সিআরপিএফ-এর কমানড্যান্ট যারা কলকাতা অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেন এসএসকএমে সেই পদমর্যাদার দু'জন সিআরপিএফ মোতায়েন করারও নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। জ্যোতিপ্রিয়র কেবিনে কারা যাতায়াত করছেন সেই বিষয়ে নিত্যদিন রিপোর্ট দেবেন এঁরাই। সন্দেহজনক কিছু মনে হলে তাঁরা যোগাযোগ করবেন ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে, এমনটাই নির্দেশ দিল আদালত। আর এর সামগ্রিক দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকের হাতে।

এদিকে এদিন শুনানির সময় ইডির আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী জানান, 'সিসিটিভি নিয়ে আমাদের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষীরা কারা আসছে, না আসছেন সেই ব্যাপারে রেজিস্ট্রার মেনে চললেই হবে। পরে সেটা ইডির তদন্তকারী অফিসারদের জানালেই হবে।' একইসঙ্গে ইডির তরফ থেকে ফের একবার আদালতে এসএসকেএম হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। ইডির আইনজীবীর দাবি, 'জ্যোতিপ্রিয় অসুস্থ, কিন্তু শয্যাশায়ী নন। তিনি এমন অবস্থায় নেই যে তিনি কারুর সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবেন না বা ম্যানুপুলেট করতে পারবেন না।'

প্রসঙ্গত, এসএসকেএম হাসপাতালে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কেবিনে সিসিটিভি নজরদারি কেন এবং এতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে দাবি করে হাইকোর্টে মামলা করেন মন্ত্রী। সেই বিষয়ে বিকল্প ব্যাবস্থা কী করা যেতে পারে ইডির কাছে বৃহস্পতিবারই জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে ইডির আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী জানিয়েছিলেন, জেল কোড অনুয়ায়ী তার উপর নজরদারি রয়েছে। মন্ত্রী একজন অভিযুক্ত। এখন রয়েছেন হাসপাতালে। তাঁর উপর নজরদারি না থাকলে নথি বিকৃত করতে পারেন। হাসপাতালের উপর ইডির বিশ্বাস নেই। নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুয়ায়ীই তাঁর উপর সিসিটিভি নজরদারি রয়েছে।

এরপরই বিচারপতি ঘোষ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইডি চাইলে সিআইএসএফ বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে যাতে সন্দেহজনক ব্যাক্তিরা প্রবেশ করতে না পারে। সিসিটিভি লাগানোর পরিবর্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার ব্যাপারে জানানো হয়। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইতিমধ্যে ১৬২ পাতার চার্জশিট পেশ করেছে ইডি। সেই চার্জশিটে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বাকিবুর রহমান-সহ ১২ জনের নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে পিছল মহুয়ার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর: সাংসদ পদ খারিজের বিরুদ্ধে করা মহুয়া মৈত্রের মামলা শুক্রবার শুনবে না সুপ্রিম কোর্ট। শুনানির দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামলাটি আগামী ৩ জানুয়ারি শোনা হবে বলে জানা যাচ্ছে। সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন মহুয়া। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে জানা গিয়েছিল, সেই আর্জি মঞ্জুর করেনি শীর্ষ আদালত। মামলাটি শোনা হবে আগামী ২ জানুয়ারি। পরে জানা যায়, ২ জানুয়ারি নয়, শুক্রবার অর্থাৎ, ১৫ ডিসেম্বরই মামলাটির শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

হামাসকে হুমকি ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ১৫ ডিসেম্বর: ৭০ দিনে পা রেখেছে হামাস বনাম ইজরায়েল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। জঙ্গিদের খতম করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। লড়াই চলছে ওয়েস্টব্যাংকেও। রণক্ষেত্রে পিছু হটতে নারাজ হামাস। পালটা মার দিচ্ছে তারাও। এর মাঝেই হামাসের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশেষ কেকের ছবি পোস্ট করে ফের হুমকি দিল ইজরায়েল। তেল আভিভের হুমকি, 'এটাই তাদের শেষ বছর'।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের ৩৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। যা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছে ইজরায়েল। ইহুদি দেশটি লিখেছে, '৩৬ বছর আগে আজকের দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হামাস। এই বছরটাই যেন ওদের শেষ জন্মদিন হয়।' এই লেখার সঙ্গে একটি কেকের ছবিও পোস্ট করা হয়েছে। কেকের উপরে রয়েছে তিনটি মিসাইল। এইভাবেই আরও একবার হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার বার্তা দিল ইজরায়েল।

আত্মসমর্পণ করে সংসদ হানার 'প্ল্যান এ-প্ল্যান বি' জানায় ললিত

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর: সংসদ ভবনে গ্যাস হামলার ঘটনায় দু'রকমের পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রের দাবি, জেরায় এমনই জানিয়েছেন এই হানার পাণ্ডা ললিত ঝা। ১৩ ডিসেম্বর ঘটনার পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে বৃহস্পতিবার বেশি রাতে দিল্লি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ললিত। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারির পর থেকেই জেরা চলছে। পুলিশ সূত্রের দাবি, জেরা চলাকালীন তদন্তকারীদের ললিত জানিয়েছেন, সংসদে হানার জন্য 'প্ল্যান এ' এবং 'প্ল্যান বি' বানিয়ে রাখা হয়েছিল। যদি 'প্ল্যান এ' ব্যর্থ হত, তা হলে 'প্ল্যান বি' প্রয়োগ করা হত। সংসদের ভিতরে দু'জন নয় তিন জনের হানা দেওয়ার কথা ছিল। সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন ডি ছাড়াও তৃতীয় ওই ব্যক্তি কে, জেরায় তা জানতে পেরেছে পুলিশ। তৃতীয় ওই ব্যক্তি হলেন মহেশ। কিন্তু আচমকাই সেই পরিকল্পনা বদলানো হয়েছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় তারা জানতে পেরেছে যে, সংসদে হানা দিয়ে পালানোর পর কোথায় আশ্রয় নেওয়া হবে, সেটা নিয়ে একটা ধন্দ তৈরি হয়েছিল। তখনই স্থির হয়, দু'জন সংসদের ভিতরে ঢুকবেন, দু'জন বাইরে থাকবেন। আর হানাদারির কাজ শেষে চার জন রাজস্থানের নাগৌরে মহেশের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করবেন মহেশ। আর তার পরই মহেশের দিল্লি আসার বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়। তা ছাড়া সাগর এবং মনোরঞ্জনের কাছে সংসদে ঢোকার জন্য পাস ছিল। তাই দু'জনই সংসদের ভিতরে ঢুকবেন বলে স্থির হয়েছিল। আর ট্রান্সপোর্ট ভবনের কাছ থেকে রংবোমা জ্বালিয়ে সংসদের দিকে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অমল এবং নীলমকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, 'প্ল্যান বি' অনুযায়ী, যদি নীলম এবং অমল সংসদ ভবনের কাছে পৌঁছতে না পারেন, তা হলে তখন অন্য দিক দিয়ে কৈলাস এবং মহেশ রংবোমা জ্বালিয়ে স্লোগান দিতে দিতে সংসদের দিকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর রাতে যখন হরিয়ানার গুরুগ্রামে ভিকির বাড়িতে মহেশ এবং কৈলাস এসে পৌঁছতে পারেননি, তখন স্থির হয় এই কাজ করবেন নীলম এবং অমল।

দিল্লি থেকে পালিয়ে রাজস্থানে পৌঁছলে সকলকে আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল মহেশের উপর। মহেশ পেশায় এক জন দিনমজুর। তাঁর মাসতুতো ভাই কৈলাস। পুলিশ জানিয়েছে, মহেশ তাঁর পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ললিতের জন্য গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ললিত, মহেশ এবং কৈলাস অনবরত পুরো ঘটনার খবর নিচ্ছিলেন রাজস্থান থেকে। এই ঘটনায় সাগর, মনোরঞ্জন, নীলম, অমল, ভিকি এবং ললিত সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। মহেশকে আটক করা হয়েছে।

প্রয়াত অনুপ ঘোষাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত হলেন গায়ক এবং প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অনুপ ঘোষাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮। শুক্রবার দুপুর ১.৩০টা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গায়ক। দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। অবশেষে শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। শোনা যাচ্ছে, বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে গায়কের। তাঁর প্রয়াণের খবর পাওয়া মাত্র শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'অনুপ ঘোষালের প্রয়াণে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি অনুপ ঘোষালের আত্মীয়-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩১ নং এফিডেভিট বলে Partha Pratim Ghosh S/o. Dhananjay Ghosh ও Dr. Partha Pratim Ghosh S/o. D. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৩/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮১৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinal Kanti Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sufal Chandra Saha ও S. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬৮ নং এফিডেভিট বলে Phanindranath Santra S/o. Jugolchandra Santra ও Phonindra Nath Santra S/o. J. Ch. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Aslam Ali S/o. Sk Abul Hasem Ali ও Shekh Aslam Ali S/o. Abul, Shekh Abul Hasem Ali, Sk. Abdul Hasen Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ডিসেম্বর। ২৯ শে অগ্রহায়ণ। শনিবার। চতুর্থী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসায়ী ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাণিজ্যে নতুন পথ তৈরি হবে আলাপ আলোচনার দ্বারা যে প্রতিবেশী আপনার শত্রু তার আচরণ করেছিলেন আজ তার দ্বারা অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের বিদ্যালয়ে কোন চিঠি নিয়ে গোলযোগ উপস্থাপিত হলে আজ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বিদ্যালয় কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন তাদের শুভ যোগাযোগ শিল্পকলা বিদ্যাতে যারা আছেন তাদেরও শুভত্ব বৃদ্ধি হবে হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে ধৈর্য সহ যদি চিন্তাভাবনা করেন তাহলে আজ বাণিজ্যে অর্থ লাভ ইলেকট্রনিক্স নতুন জিনিস বাড়িতে আসার জন্য আনন্দে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। রবিন নাগরিকের কথার মর্যাদা দিন বাণিজ্যে শুভ হবে গৃহশান্তি তবে সন্ধ্যার পর কোন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকবেন। বিবাহ দাম্পত্য জীবনের যে গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার ছিল তা থেকে সতর্ক থাকুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন

মিথুন রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন গুপ্ত শত্রুতা থাকলেও তার ষড়যন্ত্র আপনার কাছে টিকতে পারবে না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনাকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখবেন তবে প্রবীণ যে সদস্য পরিবারে আছেন তাকে নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে হাসপাতালে এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল দুর্গা নামকরণ শুরু হবে।

কর্কট রাশি : সতর্ক থাকুন গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থেকে কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য কেনা থেকে সতর্ক থাকুন বাড়ি জমি বাস্তু গৃহ কলহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে নদী ভ্রমণ জল ভ্রমণে নিষেধ দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো ঐশ্বরিক কৃপা প্রার্থনা করুন দৈব বশক্তির প্রয়োজনে মন্দিরে রক্ত জবা দিলে শুভ হবে

সিংহ রাশি : সময় অতীব শুভ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ হবে শরীর ব্যধিমুক্ত হবে পরিবারের প্রবীণ সদস্যের দ্বারা লাভ-বৃদ্ধি হবে যারা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা করেন তারা সুনাম বৃদ্ধি করবেন অর্থপ্রাপ্তি হবে কর্মের প্রয়োজনে যারা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার মূলক পরীক্ষায় বসছেন তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কিছু সুভদ্ধ বৃদ্ধি হবে মন্দিরে রক্ত জবা প্রদান করুন শুভ হবে

কন্যা রাশি : শুভদিন লেখক শিল্পী সাংবাদিকদের জয় নিশ্চিত যারা দূরদর্শন বা চিত্রে অভিনয় করেন যারা সম্পাদনা এবং ক্যামেরা পরিচালনা করেন তাদের শুভর্তবৃদ্ধি নতুন যোগাযোগের পথ ধৈর্য দেখে কথা বললে সম্মান বৃদ্ধি যোগ কোন প্রবীণ মানুষের দ্বারা সুযোগ বৃদ্ধি হবে তবে প্রবীণ নাগরিকের শরীর খ ারাপের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন সতর্কতা মন্দিরে লাল জবা দিন শুভ হবে

তুলা রাশি : পরিবারের দাম্পত্য শুভ বাতাবরণ ঐশ্বরিক কৃপা, পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তবে রূঢ় শব্দ স্পষ্ট বাক্য বলার আগে একবার চিন্তা করলে সুবত্র বৃদ্ধি হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা কাজ করেন তাদের শুভর্তবৃদ্ধি উচ্চ বিদ্যা যোগের শুভ ফলপ্রাপ্তি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের সন্তানের জন্য বিশেষ চিন্তা সন্তানের বিবাহ বিষয় বিশেষ চিন্তা থাকবে মন্দিরে হলুদ পুষ্প সহ দেবদেবীর পুজো দিন অতীব শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : সতর্ক থাকবেন বিবাদ বিতর্ক হবে কোন দোকানে জিনিসপত্র ক্রয় নিয়ে বিবাদ বিতর্ক দানা বাঁধবে সেটি পরবর্তী আকারে বড় হবে সকালবেলায় পূর্ব দিকে সূর্যদেবকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরুন সুবক্তবৃদ্ধি হবে। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হবে যারা টেকনিক্যাল কর্মে আছেন তাদের কাজ মাঝপথে আটকে যাবে বিবাহের পাকা কথা মাঝপথে আটকে যাবে দৈব কৃপা পাওয়ার জন্য মন্দিরে গিয়ে ২১ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে

ধনু রাশি : শুভদিন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর আচরণে ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে যেখানে আপনি বসবাস করেন তারা আশে পাশে গুপ্ত শত্রু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ধৈর্য ধরে মন্দিরে সাতটি দ্বীপ জালুন আপনার নাম গোত্র নিয়ে অতীব শুভ ফল দেবে আপনার নাম সুনামকে বহু মানুষ সহ্য করতে পারবে না। আজ সেই দিন যে সুযোগের অপেক্ষায় শত্রু প্রবল আকার ধারণ করতে পারে

মকর রাশি : পরিবারের নতুন জিনিসের কেনাকাটার আনন্দ উপভোগ করবেন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ তবে শিশু কন্যা বা শিশুপুত্রকে নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হবে বাড়ির ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স এর কাগজ গুছিয়ে রাখুন সময় মত কাজে লাগবে বাড়ির দলিল বাস্তুর দলিল কাছে রাখুন সুবিধা হবে মন্দিরে আপনার নাম গোত্র নিয়ে শাস্তি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে পরিচারিকার বুদ্ধিতে যদি বড় কোন সিদ্ধান্ত নেন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে হাঁটু বা হাড়ের কোন চোট লাগার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : শুভদিন বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা, যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য শুভ সম্মান সূচক দিন। যারা নিম্নবিত্ত মানুষ যারা সারাদিন অতীব পরিশ্রম করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন কাজের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের নতুন সম্ভাবনাময় দিন সতর্ক থাকুন গুপ্ত শত্রু থেকে মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রদান করুন নিজের নাম গোত্র সহ শুভ হবে

মীন রাশি : আজকে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ গ্রাস করবে আপনাকে নৈরাশ হতাশার অন্ধকার আপনাকে ছুঁয়ে যাবে। তবে পুরাতন এক বান্ধবী দ্বারা সমস্যা মুক্তিরয় পথ আছে সন্ধ্যার পর কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গেলে সম্মান প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ ছিল কিন্তু আজ তা বাধা পড়বে মন্দিরে ২১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন আপনার নাম গোত্র সহ শুভ হবে।

(আজ পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী র তিরোধান তিথি)

নাম-পদবী
আমি Sampa Barui D/o. Ramhari Barui গত ১২/১২/২০২৩ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া Sabnur Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। সদর, হুগলী কোর্টে ১৫/১২/২০২৩ তারিখে নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Sabnur Mondal ও Sampa Barui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/১২/২১ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে Sk. Rajab Ali S/o. Sk. Mahiuddin ও Sk Rajib Ali S/o. Mahiuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৬৬২ নং এফিডেভিট বলে Shivji Yadav S/o. Rama Yadav ও Sewjee Yadav S/o. Rama Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumitra Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sunil Biswas ও S. Kr. Biswas সাং ত্রিবেণী, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ০৪/১২/২০২৩ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Priyanka Dalui D/o. Swapan Dalui নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Atifa Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sankar Bose ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gobinda Bose ও Lt. G. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
424863044 LICI পলিসিতে Arka Karmakar, S/o. Kanchan Karmakar আছে। গত ০৬/১২/২০২৩ তারিখে বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Kaustuv Karmakar এবং Arka Karmakar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল।

CHANGE OF NAME
I, BAPPA NASKAR S/O Nalini Naskar residing at Kapte Para Road, 26 No. Rail Gate, Netaji Nagar Colony, P.O. - Shyamnagar, P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743127 do hereby declare vide affidavit in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 14.12.2023 that my correct and actual name is BAPPA NASKAR and it is recorded in my Aadhar, Voter and Ration cards but inadvertently my name has been recorded as BAPPA LASKAR in my records as an employee of The Hooghly Mills Co. Ltd, unit Waverly Jute Mill, Shyamnagar. BAPPA NASKAR and BAPPA LASKAR is the same and one identical person.

E-Tender
E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 16/15thFC (TIED)/ 2023-24, 17/15thFC (UNTIED)/ 2023-24, 18/5th SFC (TIED)/2023-24.** Last date of submission accordingly **28.12.2023 & 01.01.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram
Panchayat.**

E-Tender
E- tenders are invited by the Prodhan, Hogalbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Rajapur, Nadia. **NIET NO. 07/15th CFC (TIED)/ 2023-24.** Last date of submission **21.12.2023 up to 6 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Hogalbaria Gram
Panchayat.**

E-Tender
E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta - II Panchayat Samity) Hanspukuria, Nadia. **NIET NO. 14/2023-24.** Last date of submission **23.12.2023 up to 4p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram
Panchayat.**

বিজ্ঞপ্তি
**জেলা-নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং ১৩৮/২০২২**

দরখাস্তকারীঃ শ্রীমতি সুকন্যা গুঁই

-বনাম-

রেসপনডেন্টঃ শ্রী নির্মল হালদার,

বরাবর ঃ শ্রী নির্মল হালদার, মাতা- রাখি হালদার, সাং-৭৫, পুরুশ্চরণমাঠ, দক্ষিণচড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী শ্রীমতি সুকন্যা গুঁই (হালদার), স্বামী- শ্রী নির্মল হালদার, প্রযত্নে- পিতা- মদন গুঁই, সাং- বেগুনিয়া পাড়া লেন, ব্যাদড়াপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট এর ২৫ ধারা মতে এক বিবাহ রদ রহিদ ও বাতিলের প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অদ্য ইংরাজী তারিখে আমার স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ
আদালত,
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia, 26/09/23

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আতিক কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বিহারে
আদালত চত্বরেই গুলি করে খুন গ্যাংস্টার 'ছোটে সরকার'কে

পাটনা, ১৫ ডিসেম্বর: দাগী অভিযুক্তকে জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। আচমকা বাইকে করে হাজির দুষ্কৃতী। পুলিশের সামনেই এলোপাথাড়ি গুলি! মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু গ্যাংস্টারের। এ যেন উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার সাংসদ আতিক আহমেদ খুনের পুনরাবৃত্তি। এবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারে। এবারে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হল গ্যাংস্টার ছোটে সরকার।

শুক্রবার ভরদুপুরে পাটনার এক আদালত চত্বরে ওই রোমহর্ষক কাণ্ডটি ঘটেছে। এদিন বিহারের বিউর একটি জেল থেকে খুন-সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত অভিষেক কুমার ওরফে ছোটে সরকারকে পাটনা আদালত আনছিল পুলিশ। ওই গ্যাংস্টারকে নিয়ে পুলিশ আদালত চত্বরে পৌঁছতেই হঠাৎ হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশের সামনেই এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ওই গ্যাংস্টারকে লক্ষ্য করে।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছোটে সরকারের। দুই আততায়ীকে ধরে ফেলে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে চারটি বুলেট উদ্ধার হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই হামলা এখনও জানা যায়নি। হামলাকারীদের সঙ্গে আততায়ীদের কোনও যোগ আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাউথপয়েন্ট স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ডাক টিকিট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুল এবং হাই স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় ডাক বিভাগের ফিলাটেলিক বিভাগ, কলকাতা 'মাই স্ট্যাম্প' প্রকল্পের অধীনে এক বিশেষ ডাক টিকিট ডিজাইন এবং প্রকাশ করে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার প্রধান ডাকঘরের ডেপুটি ডিরেক্টর সুদর্শনা সেন, সহকারী দুলাল দাস, বিদ্যালয়ের পক্ষে এসকে দাগা, কৃষ্ণ দামানি এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী ও শিক্ষার্থীগণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডাক টিকিট সংগ্রহের বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয় ডাক বিভাগের এই প্রয়াস বলে জানালেন সুদর্শনা সেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বৈঠকের পর রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজভবনের অনুমতি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বৈঠক করার পর রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত আরও তুঙ্গে উঠল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী অন্তর্বর্তী উপাচার্যরাও সিন্ডিকেট, সেনেট, কোর্টের বৈঠক ডাকতে পারেন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর অবশ্য পাল্টা দাবি করেছে, অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের এই বৈঠক ডাকার ক্ষমতা নেই। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া এই ধরনের বৈঠক ওই উপাচার্যরা ডাকতে পারেন না। এর আগে যাদবপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট এবং সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকতে উচ্চশিক্ষা দপ্তর নিষেধ করেছিল দুই অস্থায়ী উপাচার্যকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্য কোর্টের বৈঠক ডাকেনি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গলবার রাজ্যপালের অনুমতি সাপেক্ষে সিন্ডিকেট বৈঠক করে। শুক্রবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যপাল।

লোকসভা ভোটের আগে হলদিয়ায় সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি, বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: হলদিয়ার সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি তিনি। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি। বাংলার মানুষ তাঁকে এবার ভোট দেবেন। সেই বার্তা এদিন শুভেন্দু অধিকারী রেখেছেন। হলদিয়া হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে শুভেন্দু অধিকারী এদিন সভা করলেন। বীর বিপ্লবী তথা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যেই এই সভার আয়োজন করা হয়। লোকসভা ভোটের আগে এই মাঠেই নরেন্দ্র মোদি প্রচার সভা করবেন। পাঁচ লক্ষ মানুষ সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন। এদিন জোর গলায় এই দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সেই সভামঞ্চ থেকে নতুন বার্তা দেওয়া হবে। এমন বক্তব্য রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী। নরেন্দ্র মোদী সেই সভায় থাকবেন। সেদিন নতুন পিকচার দেখাব এমনই কথা শোনা গেল তাঁর গলায়। আগামী ২০ তারিখ বিধানসভায় সম্ভবত ফের কর্মসূচি থাকছে শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আরও কড়া বিরোধিতা তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা করবেন। সেই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন তিনি। আগামী ২০ তারিখ বিধানসভায় মমতাকে তাড়াব। আপনারা দেখে নেবেন। শুভেন্দু অধিকারীর গলায় একইভাবে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী দেশে একের পর এক প্রকল্প চালু করে রেখেছেন। বাংলায় সেই সব প্রকল্পের টাকা চুরি হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-মন্ত্রীরা সেইসব চুরি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প মাঝপথেই লুট হয়ে গিয়েছে। রেশনের চাল গম আটা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক চুরি করেছেন। এমনই বক্তব্য বিরোধী দলনেতার গলায়। নন্দীগ্রামের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভা ভোটে হারিয়েছিলেন। এবার

বছরের শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি
৪ লক্ষ ৫০ হাজারে বেশি মানুষের যোগদান!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দিনেই ৪ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষের যোগদান! প্রথম দিনেই সাফল্যের নতুন নজির তৈরি করল চলতি বছরের শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে মসৃণভাবে পৌঁছে দিতে রাজ্যজুড়ে শুক্রবার থেকেই অষ্টম দফায় দুয়ারে সরকার শিবির কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন গোটা রাজ্যে ৯ হাজার ৯৪ টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত শিবিরগুলিতে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার পাঁচশো আট জন নাগরিক এসেছেন। উল্লেখ্য, ৩৬ টি পরিষেবার আবেদন গ্রহণের জন্য প্রথম দফায় আগামী ৩০ তারিখ পর্যন্ত ১ লখের বেশি শিবির আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এবারেও লদীর ভান্ডার, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, তপসিলি বন্ধু, মেধাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, জয় জোহার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মানবিক, বিধবা ভাতা, কৃষকবন্ধু, কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষি এবং প্রাণীপালন), বাংলা কৃষি সেচ যোজনা, ঐক্যশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কৃষিজমির মিউটেশন, পাট্টার জন্য আবেদন, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, বিদ্যুতের সংযোগ এবং বকেয়া বিদ্যুৎবিল আংশিক মকুব, বার্ধক্য ভাতা, হস্তশিল্পী, তাঁতশিল্পী এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নিবন্ধীকরণ-এর জন্য আবেদন করা যাবে। এরই সঙ্গে আবেদন করা যাবে ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগীদের উদ্যম পোর্টালের অনলাইন নিবন্ধীকরণ এবং উদ্যানজাত ফসলের সুরক্ষিত চাষের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করার কাজ করা হবে।

দুয়ারে সরকার শিবির-এ শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। বিভিন্ন পাড়ায় যে স্থানীয় এবং জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করার জন্য আবেদনও গ্রহণ করা হবে। জানানো হয়েছে, 'পাড়ায় সমাধান' ,এর আবেদন নেওয়া হবে ১৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের দুয়ারে সরকারের কর্মসূচিতে রাজ্যজুড়ে প্রায় ২ লক্ষ্য শিবির গড়ে তোলা হবে। তাতে ৩৬ ধরনের পরিষেবা দেওয়া হবে। এছাড়া আদিবাসী এলাকা এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুয়ারে সরকার ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখার জন্য দায়িত্বে থাকবেন ৪০ জন সিনিয়ার আধিকারিক।

গঙ্গা উপকূলবর্তী তিন পুর এলাকায় বর্জ্য নিষ্কাশনে রাজ্যের বরাদ্দ ৭ কোটি

দেবাশিস দে ● বজবজ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গা উপকূলবর্তী তিন পুর এলাকায় কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে রাজ্য পুরদপ্তর ওই তিন পুরসভা যথা মহেশতলা, বজবজ ও ডায়মন্ড হারবারকে চতুর্থ ও শেষ কিস্তি বাবদ সাত কোটি টাকা আর্থিক মঞ্জুরি দিয়েছে। এই টাকায় মূলত ওই তিন পুর এলাকার যে পরিমাণ বর্জ্য প্রতিদিন সংগ্রহ করা হয় তা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিশোধন করে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্যে পরিণত করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এই টাকা রাজ্য উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এই তিন পুর এলাকায় প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ উৎপাদন হয়। উৎপাদিত ওই বর্জ্যগুলি পুরসভায় সুনির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা করা হয়। সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে ওই বর্জ্যগুলিকে পরিশোধন করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়। সাধারণত গঙ্গা নদীর দূষণ এড়াতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে স্থানীয়রা জানান। বজবজ পুরসভা এলাকার বাসিন্দা সুবল বণিক বলেন, আমাদের এলাকায় যে সমস্ত কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে প্রতিদিন প্রচুর তরল ও কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। সেই বর্জ্য নদীর জলের সঙ্গে মিশে গঙ্গা দূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। গত কয়েক বছর যাবত এই বিষয়ে রাজ্য সরকার অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করায় বর্তমানে দূষণের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গেছে বলে তার অভিমত। বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, আমরা আমাদের পুরসভা এলাকার সমস্ত গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানায় বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহের জন্য সবুজ ও নীল রঙের দুই ধরনের বালতি বা বর্জ্য পদার্থ ধারকের ব্যবস্থা করেছি। সবুজ রঙের যে বালতি বা ধারক গৃহস্থ তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানায় পুরসভার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে পরিশোধনযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় এবং নীল রঙের যে বালতি বা ধারক দেওয়া হয়েছে তাতে অপরিশোধনযোগ্য বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা হয়। এইভাবে সংগৃহীত সমস্ত বর্জ্যগুলিকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানে পরিশোধনযোগ্য বর্জ্যগুলিকে রিসাইক্লিং মেশিনের মাধ্যমে পরিশোধন করে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। আর অপরিশোধনযোগ্য বর্জ্যগুলি আলাদা করে রাখা হয়। যাতে কোনোভাবেই ওই বর্জ্য গুলি গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হতে না পারে। এইভাবেই আমরা প্রতিনিয়ত গঙ্গা দূষণকে রোধ করার কাজ করে চলেছি। তিনি আরো বলেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকার গঙ্গা দূষণ রোধ করতে বদ্ধপরিকর। আমরাও দূষণ মুক্ত বাংলা গড়ে তুলতে সরকারের সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছি।'

স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে এমসিসিআই লেডিস ফোরামের চেয়ারপার্সন নীতা বাজোরিয়া স্মারক তুলে দিলেন গাইনকোলজিক অঙ্কোলজির কনসালটেন্ট সার্জেন ডঃ অমিত মণ্ডলের হাতে। তাঁর বাম দিকে রয়েছেন ব্রেস্ট অনকোলজি-র কনসালট্যান্ট ডঃ প্রগতি সিংঘল।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে প্রতারণার অভিযোগে নিমতায় ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কম দামে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে সোনা দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে নিমতা থানার পুলিশ পাঁচ প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে। নিমতা থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকাও। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা অভিজিৎ বাগ, দেবাঞ্জন চৌধুরী, নগেন্দ্র মাহাতো ও কালী শেখ ও বাবু সাহা। বেলঘড়িয়ার অমৃতনগরের বাসিন্দা ধৃত অভিজিৎ। বেলঘড়িয়ার লোকনাথ পার্ক এলাকার বাসিন্দা দেবাঞ্জন, আর এন টেগোর রোডের বাসিন্দা নগেন্দ্র ও কালী এবং দমদম সুভাষনগর রোডের বাসিন্দা বাবু সাহা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার খঞ্জপুর গ্রামের বাসিন্দা সিদ্ধার্থ বাগের গ্রামে একটি সোনার দোকান আছে। প্রতারণার অভিযোগে ধৃত ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ভাইপো অভিজিৎ বাগ বেলঘড়িয়ার অমৃতনগরের বাসিন্দা। কয়েকমাস আগে অভিজিৎ তাঁর কাকাকে জানায় কম দামে বেলঘড়িয়ায় সোনা পাওয়া যায়। যা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসে। কিছুদিন আগে অভিজিৎ তাঁর কাকাকে জানায়, ৩০০ গ্রাম কাঁচা সোনার জোগাড় হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, ভাইপোর কথা মতো বৃহস্পতিবার বিকেলে সিদ্ধার্থ নিমতার শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডের কাছে টাকা নিয়ে আসেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার

সুজয়কৃষ্ণর অসুস্থতা বানানো গল্প, আদালতে দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টেও সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা প্রশ্নের মুখে। এর আগে বারবার ইডি প্রশ্ন তুলেছে, কালীঘাটের কাকু কতটা অসুস্থ সেটাই তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অথচ তারা কোনওভাবেই কাকুর কণ্ঠের নমুনা নিতে সফল হচ্ছে না। শুক্রবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের জামিন মামলায় আরও একবার সে প্রশ্নই উঠল। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়। এদিন আদালতে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়, সুজয়কৃষ্ণর অসুস্থতাকে বানানো গল্প বলেই মনে করছেন তাঁরা। এদিকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অবস্থা জানিয়ে এবং কেন তাঁকে জামিন দেওয়া যাবে না, সেই বিষয়ে রিপোর্টও জমা দেবে ইডি।

এদিন আদালতে ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি জানান, 'দু'টো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আছে। একটি চ্যানেল একটা স্টিং অপারেশন করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সোফায় বসে আছেন, পা নাড়াচ্ছেন, হাসছেন। ৮ নভেম্বর এই খবর প্রকাশ হয়েছে। সেই ফুটেজ চেয়ে পাঠানোর নির্দেশ দিক আদালত।' এদিকে সুজয়কৃষ্ণর তরফের আইনজীবী কিশোর দত্ত আর্জি জানান, বাইপাস সার্জারি হওয়ার পর তাঁকে যেদিন জেলে পাঠানো হল, তাঁর বমি শুরু হয়। মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। এদিন ইডির তরফে বলা হয়, 'আদালতের নির্দেশের পরও এখনও পর্যন্ত ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট করতে পারিনি। যেদিন ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়ার ছিল, আগের দিন রাতে কাকুকে শিফট করে দেওয়া হল আইসিইউয়ে। অসুস্থতা বানানো গল্প। উনি সুস্থ আছেন।' এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি।

তবে এটা স্পষ্ট যে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর অসুস্থতাই কার্যত স্পষ্ট হচ্ছে না ইডির কাছে। এরইমধ্যে আবার হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর সক্ষমতা যাচাইয়ে 'স্ট্রেস মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান' টেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন এসএসকেএমের চিকিৎসকরা। এসএসকেএমের বক্তব্য, এই পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালের কোথাও না হওয়ায় বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে করতে হবে বলে প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে এসএসকেএম। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, এসএসকেএমে এই যন্ত্র রয়েছে এবং এসএসকেএমেই রয়েছে। তবে মিলছে না এই যন্ত্র চালানোর কোনও টেকনোলজিস্টের। সেই কারণেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে তা।

এসএসকেএম সূত্রে খবর, ২০১০ সালে বাম আমলে নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগে পারফিউশন স্ক্যানের যন্ত্রের উদ্বোধন হয়। ২০১৩ সালে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টের অভাবে সে পরিষেবা বন্ধ হয়। অভিযোগ, ১০ বছরে একাধিক আবেদনেও মেলেনি সাড়া। সূত্রের দাবি, স্বাস্থ্য ভবনে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরি ফাইল পড়ে আছে।

অনুমতিহীন সভা সরিয়ে হাইকোর্টে প্রশংসিত রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনুমতিহীন সভা সরিয়ে হাইকোর্টে প্রশংসা কুড়ল রাজ্য পুলিশ। আর এই ঘটনা বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নজরে আসতেই তিনি জানান, 'অনেকদিন পরে দেখলাম রাজ্য এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিয়েছে। এটা ভালো লাগল।' এরই রেশ ধরে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জানান, 'বরাবর বলছি সব দলের সভা, সমিতি, ধর্নার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা সব রকম অনুমতি নিয়ে। অনুমতি না নিয়েই যারা সভা করছে! যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার নিতে হবে। এমন ক্ষেত্রে পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। একই জায়গায় অন্য দলকে অনুমতি দিলে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হবে। রাজ্য পুলিশকে সিআইএসএফ- এর সহযোগিতা নিয়ে দেখতে হবে কোনও বেআইনি কিছু যাতে না হয়।' এর প্রত্যুত্তরে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

একাধিক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে পুলিশের ভূমিকা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুর চড়াতে দেখা যায় বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের। রাজ্য শাসক দলের ক্ষেত্রে কোথাও গিয়ে যেন অনেকটাই 'নরম' হয়ে যায় পুলিশ, এমনই অভিযোগ বিভিন্ন সময় তুলেছেন বিরোধীরা। কিন্তু, এবার অনুমতি না নিয়ে ধর্নায় বসার জন্য তৃণমূলের মঞ্চ সরিয়ে দেয় পুলিশ। সূত্রে খবর, কোনও অনুমতি ছাড়াই বিজেপির সভার সামনে দু'দিন ধরে তৃণমূল ধর্না কর্মসূচি চালায়। পরে শুক্রবার সেই ধর্না মঞ্চ সরিয়ে দেয় পুলিশ। ঘটনাটি হলদিয়া হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে। সেখানে বিপ্লবী সতীশ সামন্তের জন্মদিন পালনে সভা করছিল বিজেপি। অন্যদিকে, তারই সামনে এই ধর্না কর্মসূচি নিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু, কোনও অনুমতি ছাড়াই সেই ধর্না কর্মসূচি চলার ফলে কড়া পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

মহিলা ভোটব্যাংককে অটুট রাখতে সংঘবদ্ধ শপথের ডাক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। আর তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসে। আর এবার তাদের টার্গেট যে মহিলা ভোটব্যাংক তা স্পষ্ট হয় তৃণমূল ভবনের এক সাংবাদিক বৈঠকেই। এই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, লোকসভা ভোটের ময়দানকেই পাখির চোখ করে এগোচ্ছে তৃণমূল শিবির। আর সেই কারণেই সম্প্রতি ঢেলে সাজানো হয়েছে দলের মহিলা সংগঠন। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ ছয় জেলায় জেলা সভানেত্রী হিসেবে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে। এরই পাশাপাশি শুক্রবার তৃণমূল ভবনে বিশেষ বৈঠকে বসেছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নারীদের উন্নতি কল্পে যে সব কথা শোনানো হচ্ছে আদতে তার কোনও ভিত্তিই নেই। পুরোটাই নির্বাচনে মহিলা ভোট নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা মাত্র। আদতে ভারতের নারী জাতিকে বোকা বানাতে চাইছে বিজেপি। আর এই ঘটনাকে সামনে আনতেই দেড় মাস ধরে চলবে ম্যারাথন কর্মসূচি।

আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। যা চলবে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই কর্মসূচিতে নেওয়া হবে শপথ। এই শপথ সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার। সেই কারণে এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'সংঘবদ্ধ শপথ'। মহিলাদের শপথ বাক্য পাঠ করাবে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই দেড় মাসে জেলায় জেলায় মোট ১০ হাজার সভা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। একইসঙ্গে ব্লকে ব্লকে 'চলো পাল্টাই' ডাক দিয়ে চলবে মহিলাদের মিছিল। চলো পাল্টাই কর্মসূচিতে মুখে কালো কাপড় বাঁধবেন মহিলারা। উল্লেখ্য, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটব্যাংকে বাড়তি নজর দিচ্ছে শাসক-বিরোধী সব পক্ষই। সূত্রের খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে লোকসভায় ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করতে। সেক্ষেত্রে বাংলার থেকেও ১৪টি আসনে মহিলা প্রার্থী দিতে চাইছে পদ্ম শিবির। সেখানে বাংলায় মহিলাদের সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত যে অনেক আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাও এদিন স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরই পাশাপাশি তৃণমূলের মহিলা ভোটব্যাংকে যাতে বিজেপি বা অন্য কোনও দল ভাগ বসাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে মরিয়া শাসক শিবিরও। এবার তাই মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলি নিয়ে গোটা বাংলাজুড়ে মহিলাদের মনের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যেতে চাইছেন চন্দ্রিমারা।

বিলাসবহুল হোটেলে বিয়ে সারলেন সৌরভ ও দর্শনা, মেনুতে ছিল এলাহি আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ যেন পুরোদমে টলিপাড়ার বিয়ের মরসুম। শ্রীপর্ণা রায়, সন্দীপ্তা সেনের পরে ছাদনাতলায় গেলেন অভিনেত্রী দর্শনা বণিক। বর অভিনেতাসৌরভ দাস। লাল টুকটুকে বেনারসিতে কনে দর্শনা বণিক শেয়ার করলেন নিজের লুক। শুক্রবার ১৫ ডিসেম্বরের গোধূলি লগ্নে সৌরভ-দর্শনার চার হাত এক হল। বাঙালি রীতি মেনে বিয়ে করেছেন সৌরভ-দর্শনা। হবু দম্পতির জন্য আইবুড়ো ভাবে এলাহি আয়োজন করেছিলেন বন্ধুরা। এই তালিকায় নীল ও তৃণাও রয়েছে। মাথায় টোপর পড়ে নাচতে নাচতে আইবুড়ো ভাত খেতে যান সৌরভ। দর্শনার মাথাতেও ছিল শোলার মুকুট।

পূর্ব কলকাতার এক বিলাসবহুল হোটেলে বিয়ের আসর সেজে উঠেছে। তার আগে দুই তারকা বাড়িতে সারেন গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে গায়ে হলুদ সারেন সৌরভ। অন্যদিকে, দর্শনার পরনে ছিল হলুদ বেনারসি শাড়ি। এই সময়ই অভিনেত্রীর গায়ে সোনার গয়না ও হাতে শাঁখা-পলা দেখা যায়। মেনুতে থাকছে এলাহি আয়োজন। মেন কোর্সে রাধা বল্লভি, ছোলার ডাল, বাসন্তী পোলাও, ডায়মন্ড ফিশ ফ্রাই, ফিশ পাতুরি, চিংড়ির মালাইকারি, চিকেন তন্দুরি, মটন কষা। শেষ পাতে পাওয়া যাবে ক্ষীরের পাটিসাপটা, মালপোয়া ও রাবড়ি, নলেনগুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ ও আইসক্রিম। এছাড়াও ফুচকা, পাপড়ি চাট, ভেলপুরি, ফিশ ওরলি, চিকেন পাকোড়া, মকটেল কাউন্টার ও চা-কফি থাকছে। নিরামিশাষিদের জন্য থাকছে চিলি পনির, কাজু রোল, ভেজ মালাই কোফতা।

তথ্য হাতিয়ে ঋণ নিয়ে আর্থিক প্রতারণার পর্দাফাঁস বিধাননগর কমিশনারেটের, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: নিত্য নতুন পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে প্রতারণা। প্রতি মুহূর্তে অপরাধীরা তাঁদের নিত্য নতুন জাল বিছোচ্ছেন শিকার ধরার জন্য। আর তাতে পা দিয়ে সাইবার প্রতারণার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কখনও কখনও গ্রাহকের অজান্তের ব্যাংক থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে টাকা। কখনও বা গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে তা দিয়ে একাধিক অপরাধ সংগঠিত করার ঘটনা সামনে এসেছে। এরমধ্যেই এক অভিনব সাইবার প্রতারণার ঘটনা সামনে এল বিধাননগর পুলিশের সূত্রে। গ্রাহকের অজান্তেই প্রতারকেরা তথ্য ব্যবহার করে ঋণ। অভিনব এই প্রতারণার পর্দাফাঁস করেছে বিধাননগর কমিশনারেট। আর এই ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করা হল দুজনকে। ধৃতদের নাম ভাস্কর মণ্ডল ওরফে ম্যাক্স এবং সৌরভ গোস্বামী। ম্যাক্সের বাড়ি বসিরহাট, সে দমদমের একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকত। অন্যদিকে সৌরভ আরামবাগের বাসিন্দা হলেও সে ম্যাক্সের সঙ্গে থাকত।

বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর, ব্যক্তিগত কারণে বিভিন্ন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোন বা ঋণ নিয়ে থাকেন অনেকেই। কিন্তু গ্রাহকের অজান্তে তাঁর নামে নেওয়া হচ্ছে মোটা টাকা লোন। সম্প্রতি এক যুবকের কাছে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার তরফে ফোন আসে। তিনি কবে লোন শোধ করবেন, তা জানতে চাওয়া হয়। শুনে আকাশ থেকে পড়েন ওই যুবক। কোনও নথি ও অনুমোদন ছাড়া কী ভাবে তাঁর নামে ঋণ নেওয়া হল তা বুঝতে না পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। জানা গিয়েছে, কেওয়াইসি জমা দিয়ে এক ব্যক্তি অনলাইনে ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৮৩ টাকা ঋণ নেয়। পরবর্তীকালে অন্য একটি সংস্থা থেকে আরও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়। ঠিক এই সময় ঋণ নেওয়ার জন্য ওই সংস্থায় খোঁজ নিতে যান এক যুবক। তখনই তিনি জানতে পারেন, তাঁর নামে ঋণ চলছে। আকাশ থেকে পড়েন ওই যুবক। তখনই বোঝা যায় আগের লোন দুটি ভুয়ো। ওই যুবকের নাম ও নথি ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়েছে।

এরপরই ১৯ জুলাই সংস্থার তরফে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখে পুলিশ। তার ভিত্তিতে দমদমে এই চক্রের হদিস পাওয়া যায়। বিধাননগর সাইবার ক্রাইমের অফিসার রফিকুল লস্করের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের থেকে উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণ ডেবিট কার্ড। তদন্তে পুলিশ এও জানতে পারে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ও তথ্য ব্যবহার করে ঋণ নেওয়া হত। নকল আধার ও প্যানকার্ডও বানানো হত। তারপরই লাখ লাখ টাকার ঋণ নেওয়া হত। এই ভাবে ঠিক কত টাকার প্রতারণা করেছে এই চক্র তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে।

বড়দিন আর কেকের গন্ধ মিলে মিশে একাকার পার্ক স্ট্রিট থেকে বো ব্যারাকে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার শীত মানে কুয়াশা মোড়ে ভোরে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। মিঠে রোদ্দুরে গা এলিয়ে বসে থাকা। নিউমার্কেট থেকে হাতিবাগানে শীত পোশাকের ভিড়। ধোঁয়াটে সন্ধে। সেজে ওঠে পার্ক স্ট্রিট। দোকানে দোকানে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্রিসমাস ট্রি। নাকে ভেসে আসে কেক-পেস্ট্রির গন্ধ। শীতে ধুলো মাখা ধূসর কলকাতাও যেন চির সবুজ হয়ে ওঠে রঙিন আলো আর তারুণ্যের ভিড়ে। বড়দিনের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে গিয়েছে কেক। কেক ছাড়া বড়দিন পালন এককথায় অসম্ভব। এই শহরে ক্যাফে কিংবা বাহারি কেকের ঠেক এমনিতে কম নেই। আর,এখন তো অনলাইনের যুগ। ক্রিসমাসের আগে স্ক্রিন টাচেই বাড়িতে পৌঁছে যায় কেক-পেস্ট্রিরা। এই সহজলভ্যতার যুগে কলকাতা শহরে এখনও এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে লুকিয়ে আছে কেকের স্বর্গরাজ্যে। আর এই বড়দিন আর কেকের কথা কলকাতা বললে মূলত দু'টি নামই সবার আগে মনে আসে। একটা হল পার্কস্ট্রিট আর অপরটি বো ব্যারাক। যেখানে পুরনো কলকাতা এবং কেকের ইতিহাস এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ক্রিসমাসের দিন পার্কস্ট্রিটে হাঁটলে যেমন কলকাতার এক অন্যরূপ চোখে পড়ে, তেমনই বো বারাকেরও আছে সেই রকমই একটা আলাদা ক্রিসমাস স্পেশ্যাল ফিলিংস। বড়দিনে কেক কিনতে যেমন লোকজন ধর্মতলার নিউ মার্কেটে নাহুমস ছোটেন, তেমনই কেক কেনার জন্য অন্যতম ডেস্টিনেশন মধ্য কলকাতার বো ব্যারাক অঞ্চল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর গায়েই এ শহরের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যের অ্যাংলো পাড়া। বড়দিনের আগে থেকেই নিজের স্টাইলে সাজতে শুরু করে বো ব্যারাকও। আজও এখানে জীবন জেগে ওঠে ক্রিসমাসের সময়। নাচগান, আলো, স্ট্রিট ফুডের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে চত্বর। সারাবছরের শহরে একপাশে পড়ে থাকা অ্যাওয়ে পাড়াটায় যেন প্রাণের দীপ্তি ঠিকরে ওঠে এ সময়ে। পার্কস্ট্রিটের মতোই স্থানীয় চার্চ থেকে বো ব্যারাকের অলিগলিতে ঢুঁ মারতেই নজরে আসে চূড়ান্ত ব্যস্ততার ছবি। কেউ নিজে দাঁড়িয়ে বাড়ি রং করাচ্ছেন। কেউ সাজাচ্ছেন ঘর। কেউ দেখে নিচ্ছেন শেষ মুহূর্তে কী আনতে হবে। একই সঙ্গে চর্চা চলছে ২৫ ডিসেম্বর কী পোশাক পরবেন তারও। পোশাকে অন্যকে মাত দেওয়া যায় কী ভাবে তা নিয়েও চলে গবেষণা।

তবে এখানে পা রাখলেই মালুম হয় ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস বিজড়িত কলকাতার এই স্থান। শোনা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের থাকা ও রসদ সরবরাহের জন্য তৈরি হয়েছিল এই স্থান। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়েছে অনেকদিন হল, কিন্তু বো ব্যারাকের ইতিহাস আজও আছে। ক্রিসমাস ও ইংরেজি নববর্ষ এলে সেসব ইতিহাস আবার জেগে ওঠে নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে। ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন ভারত ছেড়ে নিজেদের দেশে পাড়ি দেয়, তখন থেকেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা এখানে বাস করছেন। পরিসংখ্যান বলছে, ১৩২টি পরিবারের বাস এখানে। আর ৮০ শতাংশ লোকজনই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

বড়দিনের একটু আগে থেকেই শুরু হয় নানারকম কর্মকাণ্ড। এখানে নিজের হাতে কেক, রেড ওয়াইন তৈরি করেন অনেকে। এরপর শুরু হয় বিক্রি। কেক, রেড ওয়াইন ছাড়াও থাকে ক্রিসমাস ট্রি-সহ নানা রকম জিনিস। এই সময় যেন অন্য এক মেজাজই দেখা যায় বো ব্যারাকে।

আর এই বো ব্যারাকের কথা বলতে গিয়ে এখানকার কেকের কথা না বললে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যাবে। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে কেক তৈরি করছেন স্থানীয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারগুলি। বড়দিনে এখানে যে কেক তৈরি হয়, তা আদতে তৈরি হয় পরিবারের আত্মীয়দের দেওয়ার জন্যই। তবে ক্রিসমাসে কেক বিনিময়ের পর যা বাঁচে, তাই বিক্রির উদ্দেশ্যে পসরা সাজানো হয়। সেখানকার ফ্রুট কেক, ছানার কেক, ওয়াইন কেক সবের গন্ধে ম-ম করে বো-ব্যারাক চত্বর। ব্যস্ত দোকানদারও। এই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসে কেক কিনতে। বছরের অন্য সময়ে বো ব্যারাকে এলে ব্রিটিশদের প্রাচীন ইতিহাসের কথা মনে পড়বে আর বড়দিনের সময় এলে বোঝা যায় ক্রিসমাস সেলিব্রেশন কাকে বলে। এই শহর অনেক পালা বদলের সাক্ষী হলেও আজও এই বো ব্যারাকের বদল হয়নি।

বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীকে তলব রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীকে তলব করা হল রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ১১টার সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ভবানী ভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকেও জানানো হয়েছে তাঁকে ডাকা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। যে মামলার সূত্রে বিচাপতির স্বামীকে ডাকা হয়েছে, তা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এর পাশাপাশি সিআইডি সূত্রে এও জানা গিয়েছে এই মামলায় বিচারপতির স্বামীকে এর আগে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি সিনহার স্বামী পেশায় একজন আইনজীবী। প্রভাব খাটিয়ে একটি ফৌজদারি মামলায় অবৈধভাবে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ৬৪ বছরের এক বিধবা মহিলা ও তাঁর মেয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা যাবে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। কিন্তু কোনও বাড়তি পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এলভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। এই মামলা সিআইডিকে তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। মামলায় কোনও প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হলে তদন্তকারী সংস্থা যেন তা শীর্ষ আদালতকে জানায়, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়। ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী শুনানির দিন তদন্ত শেষ করে তা মুখবন্ধ খামে আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর কয়েকজন আত্মীয়ের জটিলতা তৈরি হয়, বাধে বিরোধ। সেই ঘটনার জল গড়ায় আদালত অবধি। আদালতে মহিলার আইনজীবী জানান তাঁর মক্কেলকে মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনার দুটি সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। এরপরই বৃদ্ধা দুটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু বিচারপতি সিনহার স্বামী তদন্তকারীদের উপর প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে আদালতে দাবি করেন মহিলার আইনজীবী। এমনকী বিচারপতির বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন ওই বৃদ্ধা ও তাঁর মেয়ে।

সম্পাদকীয়

দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় হলে, তবেই আসবে কৃতিত্বের প্রশ্ন

জি-২০ সম্মেলনে ভারতের কৃতিত্ব গোষ্ঠীগত রাজনীতির কাছে স্বীকৃত হলেও, সে স্বীকৃতিকে সর্বজনীন বলা যাবে কি না, প্রশ্ন আছে। ভারতের কৃতিত্ব মূল লক্ষ্য হতে পারে না। জি-৭, জি-২০, জি-৭৭, ইইউ, রাষ্ট্রপুঞ্জ-সহ নানা জোট অনেক বছর নানা ভাবে কাজ করছে, বিভিন্ন কর্মসূচির কথা বলছে। এটা কৃতিত্ব হতে পারে, যদি বিশ্ববাসী স্বস্তিতে থাকে। অথচ, প্রবন্ধে যথাযথ ভাবে উঠে এসেছে, বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অতি প্রভাবশালী সদস্য দেশগুলির নানা পরিসংখ্যান, যেখানে দেখা যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভয়ানক বৈষম্যের কথা। আজ বিশ্বে কোনও রাষ্ট্র, দেশ বিচ্ছিন্ন নয়। এক জঙ্গি দেশ যুদ্ধ করলে, বোমা ফেললে, দূষণ ছড়ালে অন্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ আখেরে বিশ্ব অর্থনীতি, বিশ্ব রাজনীতি, পরিবেশ নীতি, সর্বোপরি বিশ্ব শান্তিতে জোটবদ্ধ প্রয়াসের প্রতিফলন তেমন দেখা যাচ্ছে না। বিশ্ব জুড়ে দরিদ্র, অসুস্থ, প্রান্তিক, বঞ্চিত, অনুন্নত মানুষ সেই তিমিরেই আছেন। আর এই সব জোটের আলোচনায় মতামতের ক্ষেত্রে ভারত সেই গতানুগতিক পথেই চলছে, যা আশঙ্কা দূর করতে পারছে না। এ অবস্থায় জি-২০ পরের সম্মেলনের দায়িত্ব দিয়েছে ভারতকে। সবাই তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে। কারণ, এই উপমহাদেশে ভারতের রাষ্ট্রনীতির ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, সবুজ পরিবেশের প্রাচুর্য, সর্বোপরি পরমাণু শক্তির সামর্থ অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। আলোচনার অনেক বিষয় থাকলেও এই জোটগুলোর সম্মেলনে কথাবার্তার কেন্দ্রে জায়গা করে নেয় আমেরিকা ও চিন। প্রবন্ধের আলোচনাতেও তারা গুরুত্ব পেয়েছে। ইদানীং রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে আর এক জোট ন্যাটো জায়গা করে নিয়েছে। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে বিশ্ব জুড়ে পারমাণবিক শক্তির ভারসাম্যের অভাব তথা ব্যবহারের আশঙ্কার কথা। উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি শেষ হওয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু সংক্রান্ত সিওপি-২৭ সম্মেলনের কথা। কম উন্নত দেশ, ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র এবং আর্থিক ভাবে কোণঠাসা দেশগুলি জানায়, তারা এই তহবিল আদায় না করে সিওপি-২৭ সম্মেলন ছাড়বে না। এই ক্ষতিপূরণ তহবিলের বিষয়টি কত দূর এগিয়ে নিয়ে যায় জি-৭৭ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি, তা-ই এখন দেখা দরকার। কিন্তু 'তহবিলের বিষয়' ক্ষতিপূরণ পরিবেশনীতির পক্ষে নয়, এতে সমস্যা দূর হয় না, জিইয়ে রাখা হয় মাত্র। একই কথা প্রযোজ্য পরমাণু বোমা নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে। এত খরচ করে, সময় নষ্ট করে 'ফাঁকা বুলি কপচানোর মঞ্চ' শুধু জি-২০ নয়, বাকি মঞ্চগুলিও সমান দায়ী। ভারতকে সাহস করে কৃতিত্ব দাবি করতে হলে এশিয়ার মূল শক্তি রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে সখ্য বাড়াতেই হবে। এতে আমেরিকা, ব্রিটেন, বাকি ইউরোপের সঙ্গে মতান্তর হলেও ভারতের উপায় নেই। জি-২০ দেশগুলির বাণিজ্যিক সহযোগিতা নিয়ে ভারতকে তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। সেখানেই প্রমাণিত হবে ভারতের কৃতিত্ব।

শাশ্বত কথা

জীব এবং ঈশ্বর

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর : মানবদেহের প্রত্যেক কোষ (সেল) এর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও দেহ যেমন একটি অখণ্ড বস্তু, ঠিক তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। সমষ্টি ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে,দেহ যেমন কোষের ওপর নির্ভর করে, বিপরীত সত্য। জীব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরস্পর সাপেক্ষ,একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্যকেও থাকতে হবে। আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

১৯৪১ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এইচ ডি কুমারস্বামীর জন্মদিন।*
১৯৯০ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় মানস দাসের জন্মদিন।*

অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিস্পর্ধী দধিচীর একক দ্রোহ

শান্তনু রায়

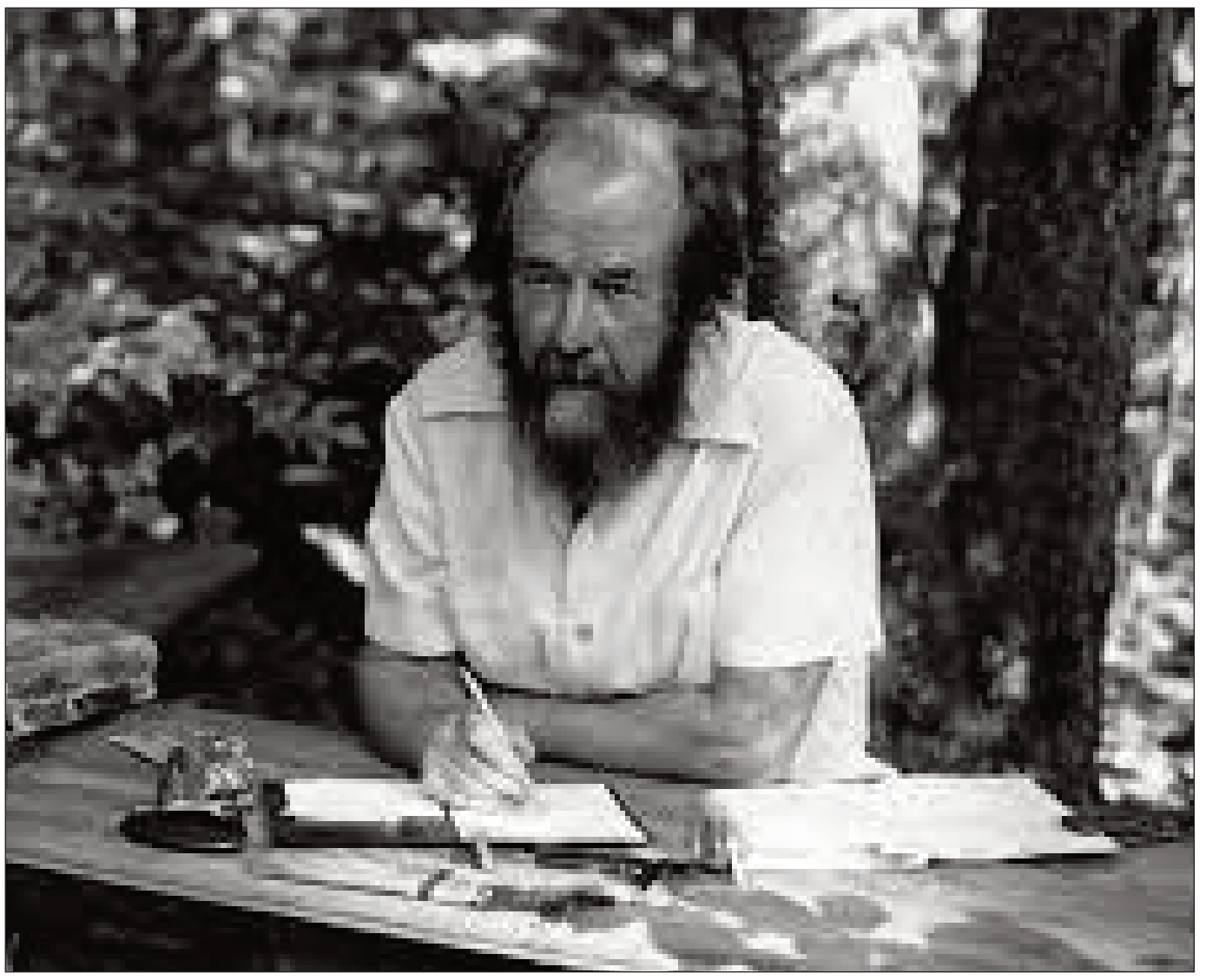

'বিগ্রেড কম্যান্ডার তাঁর দপ্তরে ডেকে পিস্তল ফেরত চাইলেন। অসদুদ্দেশ্য সন্দেহ না করে পিস্তলটি তাঁকে দিলাম। ঘরের কোনে দাঁড়ানো স্থাণুবৎ অফিসারমণ্ডলীর দুটি প্রতি-গুপ্তচর বিভাগীয় অফিসার হঠাৎ দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে চার হাত দিয়ে আমার টুপি থেকে তারকা, কাঁধ থেকে কাঁধপট্টি , অফিসারের বেল্ট এবং মানচিত্রের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল 'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো'। মাথা থেকে পা অবধি জ্বলতে জ্বলতে জিজ্ঞেস করলাম-'আমাকে? কেন?' যদিও সাধারণত এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়না, আমি আশ্চর্যজনকভাবে পেলাম। না, এ কোন থ্রিলার বা রহস্যকাহিনীর অংশ বিশেষ নয়-রূঢ় কঠিন সাংঘাতিক বাস্তব তা পরিস্ফুট পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে। সোভিয়েত সেনার প্রতি-গুপ্তচরসংস্থা স্মার্শ এর অফিসাররা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল... এর মধ্যে স্পষ্ট শুনলাম আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে।...বিগ্রেড কমান্ডারের আশ্চর্য, অচিন্তনীয় আদেশ ভেসে এল, 'সোলঝেনিৎসিন, এখানে এসো'।

পলকে ঘুরে স্মার্শের লোকগুলোর হাত ছাড়িয়ে কমান্ডারের টেবিলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। উনি মামুলি বিষয়ে কোনদিন আলাপ করেননি। ওর মুখ দেখে মনে হল চিন্তাগ্রস্ত।

'প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টে তোমার কোন বন্ধু আছে?' উনি ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

...আমি সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষনে ধরতে পারলাম। তখনই পরিষ্কার হল, স্কুল জীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময়ের জন্য আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুঝলাম কোনদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা।

...কম্যান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, তোমার মঙ্গল হোক।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিঞ্চিত বিমূঢ় লাল ফৌজের সেই সদস্য — দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় স্বেচ্ছায় সোৎসাহে যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশপ্রেম,দক্ষতা সাফল্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রস্টভ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও একদা সেখানকারই এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অঙ্ক ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানের শিক্ষক সোলজেনিৎসিন বুঝতে পারলেন বিজয়গর্বে মত্ত লাল ফৌজের সাধারন জার্মান নাগরিকদের সবকিছু লুঠ করা ও জার্মান মেয়েদের ধর্ষন করার ঘটনার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বাল্যবন্ধুর কাছে প্রকাশ করার অপরাধে (!) আচমকা গ্রেপ্তার। যাহোক গ্রেফতার এবং যথারীতি বন্দি শিবিরে প্রেরণ এবং তৎপরে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে তার দুর্গম জীবনের আরম্ভ।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক ঠাঁই হওয়া বন্দীশালা, এক জার্মান চাষীর বাড়িতে অবস্থিত অস্থায়ী শাস্তি কুঠুরীটির বর্ননাও দিয়েছেন -ঘরটি ছিল দৈর্ঘে এক মানুষ। তিনজন শুলে ঘেঁষাঘেঁষি হত, চারজন হলে চাপাচাপি। মাঝরাতের পর চতুর্থ ব্যক্তি, আমাকে ঐ ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ধোঁয়াটে লণ্ঠনের আলোয় ঘুমন্ত চোখ মেলে তিনজন বন্দী একটু সরে শুল, যাতে আমি খানিক ওদের পাশে এবং খানিক উপরে শুতে পারি। ক্রমে দেহের ভারে ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিলাম। অতঃপর চারটি ওভারকোট পরা দেহ খড়ের উপর শুয়ে দরজার দিকে আটটি বুট পরা পা মেলে দিল। ওরা ঘুমাচ্ছিল, আমি জ্বলছিলাম। মাত্র আটদিন আগে ছিলাম আত্মসন্তুষ্ট ক্যাপ্টেন। মেঝেয় ওদের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে শুতে কষ্ট হওয়ারই কথা। হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে বার কয়েক চারজন একসাথে পাশ ফিরছিলাম। সেই হল কারাজীবনের শুরুয়াত রুশ বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক ও পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববরেন্য সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সলজেনিতসিনের -সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাঁর একমাত্র প্রাপ্ত পুরস্কার বারংবার কারাগার, নির্বাসন এবং তারপর বিতাড়ন । তবে আজও তিনি এবং তাঁর সাহিত্য অমর, যদিও সোভিয়েট সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে চৌচির,সে আবহ এবং ব্যবস্থাও নয় অপরিবর্তিত। তাঁর শতষষ্ঠতম জন্মদিন আগামী এগারো তারিখে।

যতই ঢক্কানিনাদিত প্রচার চলুক না কেন বিপ্লবোত্তর গত একশত বছরের সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস একরৈখিক নয়, অনেকাংশ আলোকজ্জ্বলও নয়-বাস্তবিক এক আগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার যার হিংস্র নখর-দন্ত বারংবার নিপীড়িত করেছে মনুষ্যত্বকে, জনগনের নামে যা হরন করেছে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা ,মনন ও মনীষার স্বাভাবিক বিকাশকে তার পত্তনের সাক্ষীও এই সুদীর্ঘকাল। অনেকের মতে এক শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্নে আরও এক সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার উপাখ্যানও বটে।

এক অসহনীয় আবহে চিত্তের ও মননের স্বাধীনতার অভীপ্সার জন্য সংগ্রামের কাহিনী নির্ভীক লেখনীর মাধ্যমে অকুতোভয়ে সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য আলেকজান্ডার সোলঝেনিতসিন। বাবা ছিলেন জারের সৈন্যবাহিনীর সদস্য, মা এক জমিদারনন্দিনী। কিন্তু ছ' বছর বয়সেই পিতৃহারা সলঝেনিতসিনকে বড় হতে হয়েছে দারিদ্রের মাঝে, সাধারন স্টেনোগ্রাফার মায়ের সন্তান হিসেবে, পিতামাতার পূর্ব সামাজিক অবস্থান গোপন রেখে। কিন্তু এর মাঝেও মেধাবী ছাত্র হিসেবে গণিতও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হন রস্টভ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সাহিত্য আর ইতিহাসেও অদম্য আকর্ষন এই তদগতচিত্ত লেনিন ভক্তের। ১৯৪০ এ তিনি বিয়ে করেন সহপাঠিনী নাতালিয়া আলেক্সিভা রেস্তোভস্কায়াকে। কিন্তু তিনি দাম্পত্যজীবনের অপেক্ষা অধিক তন্নিষ্ঠ বইপত্র আর অধ্যয়নে, মার্ক্স দর্শন অনুধ্যানে। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় প্রায় সদ্যবিবাহিত সলঝেনিতসিন নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহন করে সোভিয়েত সামরিক পদকেও ভূষিত হলেও তখনই স্বপ্নভঙ্গ নাহলেও কিছু অভিজ্ঞতা তার বিবেক ও মনকে পীড়িতও করেছিল; হয়তবা সংশয়াছন্ন হওয়ার সুচনা এতকালের প্রতীতিও।

১৯৪৫ এর জানুয়ারীতে পূর্ব প্রুশিয়ায় আক্রমণকারী লালফৌজের গোলন্দাজ বাহিনীর সদস্য হিসেবে তিনি সাক্ষী ছিলেন স্থানীয় জার্মান অধিবাসীদের প্রতি দখলদারবাহিনীর নির্বিচারে ধর্ষন ও হত্যার মত সংঘটিত বিভিন্ন বীভৎস অপরাধের। জার্মান মহিলা ভেবে লালফৌজের এক পোলিশ মহিলার গনধর্ষন ও হননের ঘটনার অভিঘাতে প্রত্যক্ষদর্শীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি, গুলাগ শিবিরে অবস্থানকালে তাঁর রচিত বারোশতাধিক পংক্তি বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতা 'প্রুশিয়ান নাইটস' এ যার কয়েকটি পংক্তি —

The little daughterós on the mattress
Dead. How many have been on it
A platoon– a Company perhaps Ú
A girlós been turned into a woman
A woman turned into a corpse
Itós all come down to simple phrases
Do not forgetæ Do not forgetæ
Blood for bloodæ A tooth for tooth.

সে সময়কার তাঁর অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর ম্যাগনাম ওপাস 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে' লিপিবদ্ধ হয়েছে এভাবে — গত তিন সপ্তাহ যাবত জার্মান ভূমিতে লড়াই চলাকালে আমরা সবাই জানতাম, জার্মান মেয়ে পেলে বলাৎকারের পর গুলি করে মেরে ফেলা চলত এবং তদ্দারা সে সৈনিকের ইজ্জত বাড়ত।

স্তালিন জমানায় সন্দেহের বশে বিভিন্ন নাগরিকের অদ্ভুত এবং তঞ্চকতাপূর্ন কৌশলে গ্রেপ্তারের বিভিন্ন ঘটনাসহ নিজের গ্রেফতারের ঘটনাও বিবৃত হয়েছে বিশ্বের পঁয়ত্রিশটি ভাষায় অনুদিত সে গ্রন্থে।

আট বছরের সশ্রম কারাদন্ড শেষ হয় ১৯৫৩ য় স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর,কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আইনত এবং সসম্মানে মুক্ত হলেন ১৯৫৭এ নিকিতা ক্রুশ্চেফের ১৯৫৬ তে সেই বিখ্যাত ভাষনের পর । ১৯৫৩ বন্দীজীবন সমাপ্ত হলে তাঁকে পাঠান হয় নির্বাসনে দক্ষিণ কাজাখিস্তানের এক গ্রামে। সেখানেই বছর শেষে ধরা পড়ে তাঁর কর্কট রোগ — প্রায় মৃত্যুমুখে। ১৯৫৪ এর প্রথমদিকে অনুমতি মিলল তাসখন্দের হাসপাতালে চিকিৎসার। ইতিমধ্যে ১৯৫২ তে বিচ্ছেদ হয়েছিল স্ত্রী নাতালিয়ার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায়। ১৯৫৭ য় মুক্তির পর নাতালিয়াকেই পুনর্বার বিবাহ। এর একবছরের মধ্যেই আরম্ভ হল 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ' নামক বইটি রচনার কাজ।

বন্দিশিবিরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অফ ইভান দেনিসভিচ'। একমাত্র তাঁর এই বইটিই রাশিয়ায় প্রকাশিত হতে পেরেছিল, ১৯৬২ সরকারি 'নভি মির' এ। ক্ষমতায় তখন নিকিতা ক্রুশ্চেফ। উল্লেখ্য তিনি এ বইপ্রকাশ অনুমোদন করতে গিয়ে বলেছিলেন- There's a Stalinist in each of you– there's even a Stalinist in me. We must root out this evil.

বিতর্ক ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ উপন্যাস প্রকাশ হওয়া মাত্রই বিক্রি হয়ে গেল লক্ষাধিক কপি। রাজনৈতিক বন্দিশিবিরের এক মমস্পর্শি এবং জীবন্ত বিবরণ তাঁর অমর লেখনীর মাধ্যমেই বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারল, এবং ঢক্কানিনাদে এ যাবৎ প্রচারিত এবং স্বপ্নরঞ্জিত কল্পনার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূঢ় বাস্তবতা প্রকাশ্যে এল। হয়ত সে কারনে এভাবেও বলা যায় যে সলঝেনিতসিনকে বন্দিশিবিরে প্রেরন এক অর্থে শাপে বর।

এরকমই এক বন্দিশালার একদিনের এক অনুপঙ্খ বিবরণ আছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসটির আরম্ভ এভাবে-বন্দিশালার উপরের বাঙ্কে শোওয়া বন্দি সুকভের কানে ভেসে আসছে বিভিন্ন শব্দ-করিডর দিয়ে কুড়ি গ্যালন মলের পিপে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার শব্দ, যার একটু চলকে গেলেই দুর্গন্ধে টেকা দায় হবে। সুকভদেরও হাড়-কাপানো এইঠান্ডায় উঠতে হবে। রেশনে বরাদ্দ রোজকার দু'টুকরো রুটি, মাংসহীন সুরুয়া খেয়ে রোলকলের জন্য দাড়ানো।এ খাবারে পেট ভরে সুকভ তাই গুঁড়ো হয়ে যাওয়া আধখানা রুটি সবার অলক্ষ্যে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে এভাবে-আজ ওর দিনটা বড় ভালো গেছে। ওরা ওকে সেল-হাজতে বন্ধ করেনি। বিগ্রেডকে ঠেলে পাঠায়নি 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন' নগরে। দুপুরে সে বাড়তি এক বাটি খিচুড়ি নিয়ে সরে পড়েছিল। — দেওয়াল গাথার সময়টা খুব আনন্দে কেটেছে। গা-তল্লাসির সময় লোহার ফলাটা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। — কোন রকমে কোন মুখভার না করেই একটা দিন অতিক্রান্ত হল। প্রায় একটা খুশিখোশালির দিন।

লোকটার মেয়াদে আগাগোড়া ছিল এমনি তিন হাজার ছ'শো তিপ্পান্নটি দিন। তিনটে দিন বেড়ে গিয়েছিল লিপ ইয়ার পড়ায়। (সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুবাদকৃত)

ক্রুশ্চফের আমলে এ বইটি এবং সলঝেনিতসিনের আরও কয়েকটি রচনা সোভিয়েতে স্কুলপাঠ্য হয়েছিল।

তারপর একে একে 'ফার্স্ট সার্কেল', 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' এবং অবশেষে 'গুলাগ আর্কিপেলাগো। কিন্তু ফার্স্ট সার্কেল' বা প্রথম বৃত্ত প্রকাশের আগেই ক্ষমতাচ্যুত হন ক্রুশ্চফ, আসেন ব্রেজনেভ। আবার বজ্রআঁটুনি নিগ্রহ চালু হল। আশঙ্কায় সলঝেনিতসিন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বিদেশে পাঠাতে লাগলেন। আশঙ্কা সত্য করে একদিন এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হল বাজেয়াপ্ত। অতএব ইচ্ছা না থাকলেও উপন্যাসটি বিদেশ প্রকাশিত হতে দিতে হয়।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'গুলাগ আর্কিপেলাগো' গ্রন্থে জন্য পেলেন নোবেল পুরস্কার, কিন্তু নিতে যেতে পারলেন না ফিরতে না পারার আশঙ্কায়। ইতিমধ্যে রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত।

সলজেনিতসিন তাঁর গ্রন্থে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইসকল শ্রমশিবিরের ভয়াবহ অবস্থার বর্ননা করে বলেছেন যে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকেই মহামতি লেনিনের নির্দেশে সারা দেশে অসংখ্য শ্রমশিবির স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয় যেখানে সাধারন অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদেরও পাঠানো হত বাধ্যতামূলক শ্রমদানের জন্য এবং এগুলি ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে কেবলমাত্র নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে যে হীন ইঙ্গিতই করা হোক না কেন কোন কোন মহল থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীর যন্ত্রনার এমন মর্মস্পর্শী বিবরন বিশ্বাসযোগ্যতা তো হারায় না বরং লেখকের ব্যতিক্রমী মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস এবং অধ্যবসায়ের যে সাক্ষ্য বহন করে তা অবশ্যই শ্রদ্ধায় কুর্নিশযোগ্য। ১৯৭২এ দ্বিতীয়বার বিবাহবিচ্ছেদ। পরের বছর বিয়ে নাতালিয়া স্বেতলোভাকে। কিন্তু ওই গ্রন্থ প্রকাশের ফলস্বরূপ ১৯৭৪-এর একরাতে কেজিবি গ্রেপ্তার করে দেশত্যাগে বাধ্য করে সলজেনিতসিনকে - আশ্রয় নিতে হয় জার্মানীতে। বিংশ শতাব্দী ব্যথিত হৃদয়ে বিস্ময়ে অনুভব করেছে যে কিভাবে বারংবার মানবাধিকার নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা, কেবলমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের সময় কি নির্মম পন্থা অবলম্বন করত কেজিবি তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন সোলজেনিতসিন এভাবে — চেকভের নাটকের বুদ্ধিজীবীরা, যারা বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পরে কি ভেবে মরত, তাদের যদি বলা হত চল্লিশ বছরের ভিতর রুশ দেশে নির্যাতনসহ জিজ্ঞাসাবাদ চালু হবে, বন্দীদের মাথা লোহার রিং এর মধ্যে চেপে দেওয়া হবে; মানুষকে এ্যাসিডের চৌবাচ্চায় ঠেসে ধরা হবে; উলঙ্গ বন্দীকে ছারপোকা আর পিঁপড়ের মধ্যে ঠেসে ধরা হবে; একটি লৌহশলাকা স্টোভে উত্তপ্ত করে বন্দীর গুহ্যদ্বারে ঢোকান হবে; ভারী বুটের নিচে তার জননেন্দ্রিয় পষে দেওয়া হবে; এবং ঐ সম্ভাব্য সুন্দরতম অবস্থায় বেদম প্রহারের পর জল এবং নিদ্রা বঞ্চিত করে তাকে নিপীড়ন করা হবে, চেকভের কোন নাটকই শেষ পর্যন্ত অভিনীত হত না। কারণ সবকটি নায়কই তার আগে উন্মাদশালার বাসিন্দা হতে বাধ্য হতেন।

'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ'এ এক জায়গায় সোলজেনিতসিন বলেছেন- 'There is nothing that so assists the awakening of omniscience within us as insistent thoughts about oneós own transgressions– error– mistakes. After difficult cycles of such ponderings over many years– whenever I mentioned the heartlessness of our high-estéôéranking bureaucrats– the cruelty of our executors– I remember myself in my captainós shoulder boards and the forward march of my battery through East Prussia enshrouded in fire and I say òSo were we any better?'

এতো নিছক আত্মজিজ্ঞাসা নয়; প্রশ্ন আপন বিবেককে যেমন তেমনই মানবতাবোধ হননকারীদের এবং অলীক স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদেরও। অনেকদিন পর্যন্ত অবশ্যএবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই এদেশের এক শ্রেনীর প্রগতিশীল বিদ্বজন দাবিদাররা এসবই 'প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচার' বলে আলোচনা করতেও ছিলেন অনিচ্ছুক । অনেকে আবার সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের স্বপ্নের অন্তরালে এই তমসাবৃত অধ্যায়ের ঘটনাবলী গোপন করতে আশ্রয় নেন ছলনার-অন্য কোন একনায়কের সাথে তুলনার।

অতীব বিস্ময়ের এবং দুর্ভাগ্যের এই যে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও,যখন লৌহযবনিকা অবসানে বিশ্ববাসী ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছে সেই অন্ধকার অধ্যায়গুলির আখ্যান,তখনও এদেশের কোন কোন কুপমন্ডক মনে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার নেতিবাচক প্রেক্ষিতের যে কোন পর্যালোচনাই কম্যুনিজমের প্রতি 'অ্যালার্জি'রূপে চিহ্নিত হয়। মতাদর্শগত আচ্ছন্নতায় এঁরা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষ সমর্থনেও পিছপা নন যদিও অন্যত্র গণতন্ত্র মানবাধিকার গেল গেল রব তুলতে সর্বদা সক্রিয়।

তবে প্রাচ্যের এক কবির দৃষ্টিতে অনেক আগেই ফাঁকিটা ধরা পড়েছিল,যদিও তাঁর সেদেশ ভ্রমণকালে লৌহ যবনিকার অন্তরালে মনুষ্যত্বনাশক এমন বিভীষিকাময় 'যক্ষপুরী'র অস্তিত্বজানার কোন সুযোগ হয়ত ছিল না। ১৯৩৯ সালেও একপত্রে তিনি লিখেছিলেন '...এখানে শিক্ষার বালাই নেই। তাদের যা করতে বলবে তাই করবে, একবার প্রতিবাদ পর্যন্ত করবেনা ,কারন প্রতিবাদ করবার বুদ্ধি পর্যন্ত তাদের খোলে নি। রাশিয়াতে আমি এই কথাই বলেছি বারে বারে যে, এ একদিন ফেটে পড়বেই। এ ছাঁচ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে'। অন্যদিকে 'সাধারণ মানুষের কাজ মিথ্যায় অংশ না নেওয়া। লেখক শিল্পীদের কাজ আরো কিঞ্চিৎ বড় মিথ্যেকে পরাস্ত করা'-এই সাহসী উচ্চারণকারী সোলজেনিৎসিনের জীবন ও সাহিত্যকৃতি অবশ্যই শিক্ষনীয় আপন সুযোগ সন্ধানে ও প্রয়োজনে নিঃশব্দের আড়াল খোঁজায় ব্যাপৃত বিশ্বের সকল 'বিদ্বজন'দের পক্ষেও।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অষ্টম দফায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের শুরুতেই মালদায় ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছুটির দিনও চালু থাকবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের শুরুতেই মালদায় বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর আবারও নতুন বছরের ২ জানুয়ারি থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুরু হয়ে সেটি চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্য সরকারের ৩৬ টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। এদিন দুপুরে মালদার কালেক্টর ভবনে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বিষয়ক একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযুষ সালুঙ্কে প্রমুখ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকের ৩৭০০ টি দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করা হবে। শুক্রবার দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরুতে এদিন মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫০টি ক্যাম্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। শুরুতেই মালদার বেশ কয়েকটি এলাকায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের তদারকি করেছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, মালদা জেলায় জনসংখ্যার নিরিখে অনেক বেশি মানুষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসেছেন। রাজ্য সরকারের ৩৬টি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আসছেন আবেদনপত্র জমা দিতে। ছুটির দিনগুলিতেও দুয়ারে সরকার ক্যাম্প খোলা রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু, বিক্ষোভে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: শুক্রবার ভাতারের বামশোর গ্রামে বাসের ধাক্কায় মারা গেলেন এক মোটর সাইকেল আরোহী। প্রতিবাদে পুলিশকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বামশোর গ্রামে বাদশাহী রাস্তায় একটি মোটর সাইকেল বর্ধমান অভিমুখে আসছিল ও বাসটি যাচ্ছিল নতুনহাট অভিমুখে। মোটর সাইকেলের সঙ্গে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শুক্রবার ঘটনাস্থলেই মারা যান এক মোটর সাইকেল আরোহী। স্থানীয় মানুষজনদের দাবি, গ্রামে বিদ্যালয় রয়েছে বেশ কয়েকটি। খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল বাদশাহী সড়ক। গ্রামে বেশ কয়েকটি বাম্পার ছিল। সেই হাম কোনও কারণবশত তুলে দেওয়া হয়। যার ফলে দুর্ঘটনা বেড়েছে। আজ এক যুবকের তরতাজা প্রাণ চলে গেল। অবিলম্বে বাম্পার না করে দিলে মৃতদেহ তুলতে দেবে না বলে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসী। যার জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বাদশাহী সড়কে। মৃত যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, মোটর সাইকেলের নম্বরটি মুর্শিদাবাদ জেলার।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল দলিল নং ০৬১৫৮-২০১১ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির অবস্থিত মৌজা- চকপাড়া, জেএল নং ১১, তৌজি নং ৩৯৮৯, জেলা-হাওড়া, থানা - লিলুয়া, দাগ নং ১৫৯৪, এলআর দাগ নং ১৭৫৮, খতিয়ান নং ৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৭৮, ৯৭৩২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬০৬৬, ৮০৪১, জেলা-হাওড়া, থানা-লিলুয়া, পিন- ৭১১২০৩, চকপাড়া আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, শ্রীমতি শিল্পী দাস কর্তৃক ক্রয় সংগৃহীত- হারিয়েছে/স্থানান্তরিত হয়েছে এবং আমার মক্কেল (সঞ্জয় কুমার ঝা) এর হেফাজত থেকে স্বাভাবিক কাজের সময়েই, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি ১১.১২.২০২৩ তারিখে গিরিশ পার্ক থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১৬৫১ তারিখ ২৩.১১.২০২৩ দায়ের করেছেন।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অথবা কোনও তথ্য জানা থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৫.১২.২০২৩

মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
৭ রেড ক্রস প্লেস, ৫ম তল, কলকাতা- ৭০০০০১,
ফোন : ০৩৩ ৪০০৭২৬২৩
ইমেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — এমসিবি মিশন রো কলকাতা, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২৬২৩৩৩৬, ইমেল : missionrow.kolkata@indianbank.co.in, ওয়েবসাইট : www.indianbank.in — বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলসের) রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে বিক্রির নোটিশ

দুঃস্থ রোগীর হাসপাতালের বিল মেটালেন মালদার জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিহারের পূর্ণিয়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিলের পাহাড় হয়ে গিয়েছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের অসহায় এক রোগীর পরিবারের। পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে সেই অসহায় রোগীর বিল মিটিয়ে মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে আনল দুয়ারে সরকার। আর এই পুরো ব্যবস্থাটি করেছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। যদিও শুক্রবার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া নিজে কোনওরকম কৃতিত্ব নিতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, একটা সমস্যা হয়েছিল। সেটি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই রোগীকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন সকালে ওই রোগী তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে করে বিহার থেকে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামের বাড়িতে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের পিপলা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক গণেশ দাস (৩৮)। দেড় মাস আগে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরার সময় হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে গুরুতর আহত হন গণেশবাবু। পায়ে চোট থাকায় তার অস্ত্রোপচার হয় বিহারের পূর্ণিয়ার একটি নার্সিংহোমে। যেহেতু হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে পূর্ণিয়া দূরত্ব অনেকটাই কম তাই পরিবারের লোকেরা সেখানকার একটি নার্সিংহোমে অসুস্থ এই রোগীকে ভর্তি করান।

স্থানীয় সূত্রে আলো জানা গিয়েছে, অতি কষ্টে এলাকার মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে গণেশের অস্ত্রোপচার করান তার পরিবারের লোকেরা। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে এক মাসে নার্সিংহোমের বিল হয় লক্ষাধিক টাকা। সেই বিল দিতে পারছিলেন না গণেশের পরিবারের লোকেরা। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় অর্থ সাহায্যের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিলেন গণেশের শাশুড়ি এবং মা। এরপরই বিষয়টি জানতে পেরে তৎপর হন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এরপরই অসুস্থ পরিযায়ী শ্রমিককে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছিলাম। এরপরই প্রশাসনিকভাবে ওই শ্রমিককে বাড়িতে ফেরানোর সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পারিবারিক গন্ডগোলে মৃত্যু স্ত্রীর, আশঙ্কাজনক স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: পারিবারিক গন্ডগোলে দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত। ঘটনার জেরে মৃত্যু হল বছর ৪৯ এর রিমা সাধুকার। আশঙ্কাজনক অবস্থা বারাসাত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামী বছর ৫৬ এর ললিত সাধুকা। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চণ্ডীগড় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আর্থিক অনাটনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য কলহ চলছিল। এদিন দু'জনের মধ্যে বিবাদ হয় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে একে অপরকে আঘাত করে। তাদের চিৎকারে এলাকার মানুষ গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পুলিশের উপস্থিতিতে তাদের ছেলে দরজা খুলে দু'জনকে উদ্ধার করে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা রিমা সাধুকাকে মৃত বলে জানান।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিজেপির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ক্ষতিপূরণের দাবিতে কালনা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল বিজেপি। ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে এদিন অধিক বৃষ্টির ফলে ধান ও সবজি সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কালনা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চার কর্মী সমর্থকরা।

শুক্রবার এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া সাংগঠনিক সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি স্বল্প মূল্যে রাজ্যকে সার দিচ্ছে আর সেই সার বাংলায় আসার পর তা নিয়ে কালোবাজারি চলছে। যার কারণে চাষিরা খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। দিনে দিনে ক্রমশই চাষি আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাঁরা একটি খাটের ওপরে প্রতীকী মৃতদেহ শুইয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেন কালনা মহকুমা শাসকের কাছে। দ্রুত সরকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণের ব্যাবস্থা করুক এই তাঁদের প্রধান দাবি বলে জানান তিনি।

তাঁত শিল্পীদের কথা কেন্দ্র-রাজ্য ভাবে না, বর্ধমানে দাবি মীনাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তাঁত শিল্পীদের কথা রাজ্য ও কেন্দ্র ভাবে না বলে ইনসাফ যাত্রায় দাবি মীনাক্ষীর।

শুক্রবার তিনি দাবি করেন, তাঁত শিল্পীদের কথা রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই ভাবে না। তাই তাঁত শিল্পীদের আত্মঘাতী হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এঁরা শিক্ষিত বেকার যুবকদের মতোই ইনসাফ পাচ্ছে না। কালনা মহাকুমা কৃষি নিবিড় মহকুমাও বটে। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছেন না বলেই সারা রাজ্যের সঙ্গে এখানেও কৃষকের আত্মহত্যা দিন দিন বাড়ছে। তিনি আরও দাবি করেন, এই এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এঁদের জন্য কিছুই করছেন না। তাই আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কৃষক তাঁত শিল্পী যিনিই আত্মহত্যা করুন না কেন, সরকারি ভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরেই এঁরা আত্মঘাতী হয়েছেন। এই বে-ইনসাফি কথার বিরুদ্ধেই তাঁদের এই ইনসাফ যাত্রা।

প্রসঙ্গত, কালনা মহকুমার তাঁত শিল্প নিবিড় এলাকাগুলি হল কালনা শহর, কাদিপাড়া, নসরতপুর, সমুদ্রগড়, মাজিদা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি। এখানে সাধারণত ঢাকাই জামদানি শাড়ি বেশি উৎপাদিত হত। আর এই শাড়ি বেশির ভাগই বুনতেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা পরিযায়ী তাঁত শ্রমিকরা। কিন্তু প্রথম লকডাউনে তাঁরা ফিরে যাওয়ার পর আর এদিকে কেউ পা বাড়াননি। অন্যদিকে জীবন জীবিকার টানে এখানকার তাঁত মালিকরা নিজেরাই শ্রমিক হয়ে গিয়ে তাঁতে বসে যান। কিন্তু কাপড় হাটগুলোতে তাঁত কাপড়ের খরিদ্দার না থাকায় ১২০০ টাকা মূল্যের কাপড়ের দাম নেমে আসে মাত্র সাড়ে চারশো টাকায়। ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হন তাঁত শিল্পীরা। আগে যে শাড়ি বুনে মজুরি মিলত ৫০০ টাকা, এখন মজুরি মেলে মাত্র দেড়শ টাকা। তাও আবার সবসময় কাজ পাওয়া যায় না। ফলে এই এলাকার সরস্বতী বসাক, নিমাই বসাক, সমীরণ বসাক, দয়াল বসাকের মতো মানুষরা সেই ক্ষতি সামাল না দিতে পেরে আত্মঘাতী হন।

ইনসাফ যাত্রার শুরুতেই শুক্রবার সকালে জনজোয়ার দেখা যায় কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকে। ইনসাফ যাত্রার ৪৩ দিনে নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। এসটিকেকে সড়ক ধরে এই যাত্রা ৫ কিমি পথ অতিক্রম করে সমুদ্রগড়ের নিমতলায় পৌঁছয়। মধ্যাহ্নভোজনের পর আবার যাত্রা শুরু হয়ে ২ কিমি পথ অতিক্রম করে হেমাতপুর মোড়ে পৌঁছয়। সেখানে জনসভায় বক্তব্য রাখেন যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি সাহা সহ প্রমুখ। ইনসাফ যাত্রাকে সড়কের মোড়ে মোড়ে থামিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান বাম কর্মীরা। এই যাত্রার শেষে ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তলা, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর কলকাতা - ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪
[রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি/গুলি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন। ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি/পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে ।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকা এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ জামিনদার এর নাম ও ঠিকানা শাখার নাম সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমান (টাকায়)
ঋণগ্রহীতা: শ্রী সামিম আকতার মন্ডল **শাখা: বসিরহাট**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৪৩, আরএস নং-১৭ , সমীক্ষা নং তৌজি নং-৫৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ১৮৬৪, নতুন এলআর খ তিয়ান নং- ৩১৩৭, এলআর দাগ নং ২১৭২/২১৭৩ থানা-স্বরূপনগর এর অধীনে উপ-জেলা বারো বাঁকড়া এবং জেলা উত্তর ২৪ পরগণায় নিবন্ধন। **পরিবেষ্টিত-** উত্তর দিকে- পঞ্চায়েত রোড দ্বারা। দক্ষিণে- মান্নান মন্ডলের জমি, পূর্বে- ফেন্টু মন্ডলের পুকুর দ্বারা, পশ্চিমে- খালি মন্ডলের জমি দ্বারা।	১) ২৯/০৯/২০২৩ ২) ১৪/১২/২০২৩ ৩) **১৭,৮২,৯২৫=৪৫ টাকা** (শব্দে- সতেরো লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শো পঁচিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।
ঋণগ্রহীতা: এ/সি. মেসার্স এস.জি. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুমন সাহা, পিতা- সুনীল চন্দ্র সাহা, গ্রাম-তালবান্ধা দক্ষিণ, থানা- নিউ ব্যারাকপুর, পোস্ট-জুগবেড়িয়া, ২৪ পরগনা(উঃ) পিন-৭০০১১০ **এ/সি নং. ৪৩৭৮৭৩২১০০০০১৯৩ (মেয়াদী ঋণ) এ/সি নং. ৪৩৭৮৩০১১০০০০১১৭ (ক্যাশ ক্রেডিট)** **শাখা: ব্যারাকপুর**	গ্রাম- তালবন্ধা দক্ষিণ, থানা - নিউ ব্যারাকপুর, পোস্ট - জুগবেড়িয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত স্টক ও মেশিনারির হাইপোথেকেশন । সম্পত্তিটি মেসার্স এস.জি. এন্টারপ্রাইজের নামে আছে, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুমন সাহা, পিতা-সুনীল চন্দ্র সাহা।	১) ২৯/০৯/২০২৩ ২) ১৫/১২/২০২৩ ৩) **৮,৭৩,৯৩৩.৬৫ টাকা** (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শো তেত্রিশ তেত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) ২৯-০৯-২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩০.০৯.২০২৩ থেকে সুদ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা- এ/সি- সুমন সাহা, পিতা- সুনীল চন্দ্র সাহা, ৫ম তল, এমেরাল্ড কমপ্লেক্স, মৌজা- অহরমপুর (মধ্যমগ্রাম-নতুন ব্যারাকপুর ৮ নং রেল গেটের কাছে) হরিপদ বিশ্বাস সরণি, পোস্ট ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ১০, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৩১ **এ/সি নং. ৪৩৭৮৭৫১১০০০০৩৪৫ (হাউজিং লোন)** **শাখা: ব্যারাকপুর**	এমেরাল্ড নামক একটি (জি+৪) আবাসিক ভবনের ৫ম তলায় ৯১৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ৪বি এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার মৌজা- অহরমপুর, জেএল নং ৩৫, রে সা নং.৯৭, তৌজি নং ১১৫৮, সিএস প্লট নং-১০৭ এ ,আরএস দাগ নং ১৩৪১, এলআর দাগ নং ৭৬১ এবং ৭৬২, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৯, ১৯৯২, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং. ১০, হরিপদ বিশ্বাস সরণি, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ০১, থানা- নিউ ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। দলিল নম্বর ১৫০১০৭৮৯৪ তারিখ- ০৫.০৯.২০২২। সম্পত্তিটি সুমন সাহার নামে,পিতা- সুনীল চন্দ্র সাহ। **জমিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- ১২ ফুট মিউনিসিপ্যাল রোড। পূর্ব দিকে- খাল, দক্ষিণে- অন্যের প্লট, পশ্চিমে- ১২ ফুট হরিপদ বিশ্বাস সরণি। **জমিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- ফ্ল্যাট ৪এ, পূর্ব দিকে- সিঁড়ি এবং লবি, দক্ষিণে- খোলা আকাশ/প্রজেক্ট প্যাসেজে, পশ্চিমে- খোলা আকাশ/প্রজেক্ট প্যাসেজে দ্বারা।	১) ২৯/০৯/২০২৩ ২) ১৫/১২/২০২৩ ৩) **২৩,৪১,০২৬.৩৭ টাকা** (তেইশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছাব্বিশ টাকা সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) ২৯-০৯-২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩০.০৯.২০২৩ থেকে সুদ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।
ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী দেবারতি বর্মন **শাখা: কৃষ্ণনগর**	নিবেদিতা আবাসনের ৩য় তলার আবাসিক ফ্ল্যাট নং-জে -এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এতে স্থাপন করা অন্যান্য ফিক্সচার এবং ফিটিংস সহ (বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় সময়ের), যার জেএল নং - ৯২, মৌজা - কৃষ্ণনগর, দাগ নং- আর.এস. ৬৩০০, ৬৩০১, এলআর ৮৫৪০, ৮৫৩৯, খতিয়ান নং ৩৮৪, ৯৭৯, এলআর- ৪১২২৪, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ১৩, ফ্ল্যাট নং-জে, ৩য় তল, অনন্ত হরি মিত্র লেন, কৃষ্ণনগর, কোতোয়ালি, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনে ৬৯৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, কার্পেট এলাকা ৫৮০ বর্গফুট। দেবারতী বর্মনের নামে, টাইটেল দলিল নং- আই-১৩০২০২২৩৮/২০১৭। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- অবিক্রি ফ্ল্যাট খোলা আকাশ অনন্তহরি মিত্র রোড। দক্ষিণ- সিঁড়ি, লিফট, ৬' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ। পূর্ব-সোনালী সাহার ফ্ল্যাট (সাধুখাঁ), পশ্চিম- ৪' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ।	১) ৩০/০৯/২০২৩ ২) ১৫/১২/২০২৩ ৩) **১৫,৯৯,৫৬৩.৬৯ টাকা** (শব্দে- পনের লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত তেষট্টি টাকা উনসত্তর পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।

স্থান: বসিরহাট, মধ্যমগ্রাম, কৃষ্ণনগর
তারিখ: ১৪/১২/২০২৩, ১৫/১২/২০২৩ এবং ১৫/১২/২০২৩

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্দ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/কার্যকরী দখলীকৃত ২৫.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৭,২৬,৯১,৫৫২.০০ টাকা (সাত কোটি ছাব্বিশ লাখ একানব্বই হাজার পাঁচশ বাহান্ন টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., রেজি. অফিস : ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ : জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, **আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদিহা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ শ্রীজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, ওস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহর মা, **ঠিকানা :** মৌলানাগোড়া, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝড়, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩ মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১: ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন : হোল্ডিং নং : ১০৬, : ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬, (মেট্রো), : মৌজা : গোবরা-এরিয়া- ৬৪৯৬ বর্গফুট, মালিকানা স্বত্বাধীন : শ্রী কালিদ এবাদুল্লা, (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-৯৪৫/১৯৯৫, রেজিস্ট্রিকৃত ২১ জুন ৯৫ তারিখ, জেলা সাব -রেজিস্ট্রার ৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে, পরিমাণ **সংরক্ষিত মূল্য : ১,১৯,৭৫,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ : ১১,৯৭,৫০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ২৫,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ২ : বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩ (৪র্থ তলে),কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৪, ৩, মেহের আলি রোড, থানা- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৭স ৯০০ বর্গফুট, স্বত্বাধীনে : জাইনাব সুলতানা, মালিক : স্বত্ব দলিল নং : ১-১৯৮/২০০৪, রেজিস্ট্রিকৃত : ১৪ মার্চ ৯৬ তারিখ, অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ অফিসে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্য : ৪৬,৬৯,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ৪,৬৬,৯০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

সম্পত্তি ৩ : বসবাসের ফ্ল্যাট: প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর,বাঘাযতীন রোড, থানা-যাদবপুর,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, ১০২০ বর্গফুট, স্বত্বাধিকারী : ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট, কোম্পানি : স্বত্ব দলিল নং : ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত ০৪-মার্চ -০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার , দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে, **পরিমাণ : সংরক্ষিত মূল্য : ২৫,৭২,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ২,৫৭,২০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)**

সম্পত্তি ৪ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, থানা-যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, ৯৪০ বর্গ ফুট, স্বত্বাধীকারী : খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত),স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬,রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভেম্বর ০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্য : ৩০,২৬,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ৩,০২,৬০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা,স্বত্ব দখলীকৃত)**

সম্পত্তি ৫: বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থ তল, তালপুকুর, থানা -যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, ৬০০ বর্গ ফুট, স্বত্বাধীকারী : খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত),স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯,রেজিস্ট্রিকৃত ১৭ নভেম্বর ০৬ তারিখে, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, **পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্য : ১৫,৭৩,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ১,৫৭,৩০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা,স্বত্ব দখলীকৃত)**

সম্পত্তি ৬ : বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা গোবরা, ৭এ মহেন্দ্র রায় লেন, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৫৯, থানা-বেনিয়াপুকুর, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬,(মেট্রো), ২.২ কাঠা, স্বত্বাধীকারী : জাইনাব সুলতানা মালিক,স্বত্ব দলিল নং ১-০৬৬০/২০০৪,রেজিস্ট্রিকৃত ১৮ ফেব্রুয়ারি ০৪ তারিখে, অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রার -৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পরিমাণ **সংরক্ষিত মূল্য : ২,৩৯,৫৯,০০০.০০ টাকা (ইএমডি পরিমাণ ২৩,৯৫,৯০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ২৫,০০০.০০ টাকা,স্বত্ব দখলীকৃত)**

সম্পত্তি ৭ : ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন :হোল্ডিং নং ১০৬, ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ (মেট্রো),৪৫৩৪.৩২ বর্গফুট, ২) ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন হোল্ডিং নং ১০৬, মহেন্দ্র রায় লেন,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ (মেট্রো) : ৫৮৭৬ বর্গফুট স্বত্বাধিকারী : শ্রী খালিদ এবাদুল্লা (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং : ১-১২১৫/২০০৪, রেজিস্ট্রিকৃত ২৬ মার্চ ০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্য ২,০৮,০০,০০০.০০ (ইএমডি পরিমাণ ২০,৮০,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ২৫,০০০.০০ টাকা, স্বত্ব দখলীকৃত)।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৮.০১.২০২৪ SARB FILE NO. 19522/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭ ১৩২৯৭

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৪ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৫ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৬ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ৭ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১৬.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

চলন্ত ট্রেনে সার্ভিস রিভলবারের গুলিতে আত্মঘাতী কর্মরত জিআরপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চলন্ত ট্রেনে ডিউটি চলাকালীন নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে ট্রেনের ভিতরেই আত্মঘাতী হলেন রেল পুলিশের এক কর্মী। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে বর্ধমানের পালসিট স্টেশনে।

এসআরপি হাওড়া (জিআরপি) পঙ্কজ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে আপ হাওড়া বর্ধমানের শেষ লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় ডিউটি করার সময় রাত সাড়ে ১২ টা নাগাদ পালসিট স্টেশনের কাছে নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হন শুভঙ্কর সাধুখাঁ (৪৪)। পারিবারিক অশান্তির জেরেই তিনি আত্মহত্যা করেন বলে অনুমান। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নিজের মাথায় গুলি চালানোর আগে তাঁর মোবাইলে একটি ফোন এসেছিল। সেই ফোন পাওয়ার পরই শুভঙ্কর গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

শুভঙ্কর বর্ধমান জিআরপিতে পোস্টিং ছিলেন। বর্ধমানের বড়নীলপুরে তাঁর বাড়ি। তিনি বর্ধমান শহরের শাখারিপুকুর এলাকায়

এক ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। দেহ শুক্রবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঠিক কী কারণে এই আত্মহত্যা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান জিআরপি থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। যদিও মৃতের মা আরতি সাধুখাঁর দাবি, বউমার জন্যই তাঁর ছেলে আত্মঘাতী হয়েছেন। বিয়ের পর থেকেই বউ ও শাশুড়ি তাঁর ছেলের ওপর মানসিক অত্যাচার করতেন। সে জন্যই ছেলে আত্মঘাতী হয়েছেন। আরতীদেবীর দাবিকে সমর্থন জানান পাড়া প্রতিবেশীরাও। প্রতিবেশী বেবি দাসের দাবি, বছর দশেক আগে বিয়ে হয় শুভঙ্করের। বিয়ের পর থেকেই বউ, শাশুড়ি ও শালা অত্যাচার করত ওঁর ওপর। শুভঙ্কর খুব ভালো ছেলে ছিল।

পরিবার সূত্রে আরও জানা যায়, মৃত শুভঙ্কর সাধুখাঁর ৮ বছরের এক সন্তান রয়েছে। প্রতিবেশী বাসন্তী দাসের দাবি, বউয়ের চাপে শুভঙ্কর বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্যত্র চলে যান। শুভঙ্কররা দু'ভাই। বড় দাদার দোকান আছে। তাই বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও দাদা বাবার চাকরি ছোট ছেলে শুভঙ্করকে করতে বলে। সেই থেকেই রেল পুলিশের চাকরি করতেন শুভঙ্কর। আত্মহত্যার কারণ খতিয়ে দেখতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি।

জিআরপি সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি বর্ধমান জিআরপি থানায় কর্তব্যরত ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে মৃত ব্যক্তির একটি পার্স উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া রিভলভারে পাঁচটি গুলি ভর্তি ছিল। একটি গুলি ট্রেনের কামরার দেওয়ালে গেঁথে যাওয়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, যে ট্রেনটি ব্যান্ডেলের দিক থেকে বর্ধমান আসছিল। সেই ট্রেনে কনস্টেবল শুভঙ্কর সাধুখাঁর সঙ্গে সুজিত ভৌমিক নামে আরও একজন কর্তব্যরত পুলিশ ছিলেন। তাদের তালান্ডু থেকে বর্ধমান ডিউটি ছিল বলে জিআরপি সূত্রে জানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে রাতের শেষ ট্রেনে সুরক্ষায় থাকা প্রায় ফাঁকা কামরায় নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে এক কনস্টেবলের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে।

শীতের মরসুমে কৃষক স্বার্থে বোরো বাঁধ তৈরি করতে তৎপর হুগলি জেলা প্রশাসন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: শীতের মরসুম মানেই রবি ফসল চাষ ও বোরো ধান চাষ। তাই শীতের মুখেই যাতে দ্রুত বোরো বাঁধ তৈরি হয় সেই বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠে হুগলি জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন। কেননা সারা বছরের খাদ্য সংকট একদিকে যেমন মিটবে তেমনি অন্যদিকে সারা বছরের অর্থ রোজগারের একটা বিশেষ জায়গা তৈরি হয় চাষিদের। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার খানাকুল ও হাওড়ার আমতা এলাকার চাষিরা যাতে বোরো চাষের জন্য জল পায় সেই জন্য বোরো বাঁধ তৈরি খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বছর হুগলি জেলায় বোরো বাঁধ তৈরি করার জন্য প্রায় দুই কোটি টাকার কাছাকাছি টাকা নাকি টেন্ডার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। প্রতি বছরই হুগলি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চারটি বোরোবাঁধ তৈরি করা হয়। কিন্তু গত বছর থেকেই তিনটি প্রধান বোরো বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। চিংড়া,কামদেবচকের শঁসাপোতা ও ত্রেমনি বোরোবাঁধ তৈরি হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, হুগলি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে চিংড়া পঞ্চায়েতের মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর চিংড়া বরোবাঁধ, মাড়োখানা পঞ্চায়েতের মুণ্ডেশ্বরী নদীর হুরহুরা খালের উপর কামদেবচকের শসাঁপোতা বোরোবাঁধ এবং আরামবাগ ব্লকের সালেপুরের ত্রেমনি এলাকায় শঙ্করা বোরো বাঁধ তৈরি হবে। পাশাপাশি খানাকুল এক নম্বর ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে সাতটি বোরোবাঁধ তৈরি হবে এবং খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের নাতিবপুর এক নম্বর অঞ্চলের বালিগড়ি ময়রাহানায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর বোরোবাঁধ তৈরি হবে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা যায়, এই বছর দামোদর এবং মুণ্ডেশ্বরী নদী যেখানে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে সেই বেগুয়া হানাতে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কেননা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এই তিন জেলার মানুষের বন্যার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে শুরু করে দামোদর নদীর বাঁধ মজবুত ও সংস্কার করা হয় এবং বর্তমানেও সেই কাজ এখনও দ্রুত গতিতে হয়ে চলেছে। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা জানান, আসন্ন বোরোধান এবং রবি ফসল চাষে যাতে খানাকুল ও হাওড়ার আমতা এলাকার কৃষকেরা ডিভিসির জল সঠিক সময়ে পান তার ব্যবস্থা করতে বৈঠক হয়েছে। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় তিনটি বোরোবাঁধ জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে করা হবে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে।

পাশাপাশি খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও শুভজিৎ দাশগুপ্ত জানান,খানাকুল এক নম্বর ব্লকে মোট সাতটি বোরোবাঁধ তৈরি করা হবে। প্রথম পর্যায়ের টেন্ডার হয়ে গেছে। অপরদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ জানান, আমাদের এই ব্লকে মোট দুটি বোরোবাঁধ তৈরি হবে। এর মধ্যে শঁসাপোতা এলাকার বোরোবাঁধটি জেলাপরিষদ তৈরি করবে বলে জানা যায়।

ভুয়ো প্যাথলজিক্যাল সেন্টারের হদিসে অভিযান চালাল মালদা প্রশাসন, শিল ৩টি ল্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ইংরেজবাজার শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে প্যাথলজিক্যাল সেন্টার বলে অভিযোগ। পরিকাঠামোবিহীন বেশ কিছু ভুয়ো প্যাথলজিক্যাল সেন্টার চলার অভিযোগ পেয়েই ময়দানে নামল জেলা পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং প্রশাসনের কর্তারা। শুক্রবার ইংরেজবাজার শহরের সিঙ্গাতলা এবং গৌড়রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনটি প্যাথলজিক্যাল সেন্টার শিল করে দিল প্রশাসনের কর্তারা। পাশাপাশি ওইসব প্যাথলজিকাল সেন্টারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রশাসন ভালো কাজ করেছে। এই ধরনের অভিযান আরো বেশি করে করা উচিত। কারণ, মালদা সহ আশেপাশের জেলা এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রতিদিনই বহু রোগী ইংরেজবাজার শহরে আসেন বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করাতে। একাংশ রিকশা অথবা টোটো চালকদের খপ্পরে পড়ে শহরের অলিগলিতে গজিয়ে ওঠা কিছু প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে এসে পড়তে হচ্ছে বাইরে থেকে আসা সেইসব রোগীদের। কোথাও আবার রক্তের নমুনা সংগ্রহের পর রিপোর্টও ভুল থাকছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযান শুরু হয়।

এদিন ইংরেজবাজার শহরের সিঙ্গাতলা এবং গৌড়রোড এলাকায় তিনটি প্যাথলজিক্যাল

সেন্টারে অভিযান চালায় প্রশাসনের কর্তারা। অভিযানে ছিলেন ইংরেজবাজার ব্লকের জয়েন বিডিও আবু সায়েদ সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসারেরা। ওই তিনটি প্যাথলজিকাল সেন্টারের পরিকাঠামো দেখে চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে গিয়েছে অভিযানকারী প্রশাসনের কর্তাদের। শহরের ঘুপচি গলিতে এরকম প্যাথলজিকাল সেন্টার কিভাবে চলছে তা নিয়ে হতবাক প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। যে তিনটি প্যাথলজিক্যাল সেন্টার শিল করা হয়েছে, সেখানে চিকিৎসার কোন পরিকাঠামো নেই বলেই প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে প্রশাসনের কর্তারা। এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, ইংরেজবাজার শহরের মকদুমপুর, কেজে সান্যাল রোড, হাসপাতাল রোড সহ একাধিক এলাকায় অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে প্যাথলজিক্যাল সেন্টার। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, প্যাথলজিক্যাল সেন্টার চালাতে গেলে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সামান্য পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স দেখিয়েই বেশ কিছু প্যাথলজিক্যাল অবাঞ্ছিতভাবে চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ইংরেজবাজার ব্লকের জয়েন বিডিও আবু সায়েদ জানিয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন গৌড়রোড এবং সিঙ্গাতলা এলাকার তিনটি প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে অভিযান চালানো হয়েছে। সেগুলিতে কোনও পরিকাঠামো নেই। ফলে সেগুলি শিল করে দেওয়া হয়েছে। আগামীতে এইসব প্যাথলজিকাল সেন্টারগুলির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও শহরের আর কোন কোন এলাকায় এরকম ভাবেই পরিকাঠামোবিহীন প্যাথলজিক্যাল সেন্টার চলছে, সে ব্যাপারে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শুরু হল অষ্টম দুয়ারের সরকারি ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও ধান বিক্রির জন্য কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করণের অভিনব উদ্যোগ নিয়ে শুরু হল অষ্টম দুয়ারের সরকারি ক্যাম্প। পাশাপাশি যুক্ত হল আরও একটি প্রকল্প। মোট ৩৬ টি প্রকল্প নিয়ে শুক্রবার থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে দুয়ারে সরকার। এদিন বারাসাতে জেলাশাসকের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন এডিএম (টি) কাজল রায়। তিনি জানান, জেলায় মোট ১৩১৬০টি ক্যাম্প হবে। তারমধ্যে ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পের সংখ্যা ৭২৯১টি ও স্থায়ী ক্যাম্পের সংখ্যা ৫৮৬৯ টি। এদিন দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত ক্যাম্পে ২১ হাজারের বেশি মানুষ পরিষেবা নিতে আসেন। এবারের বাড়তি প্রকল্পটি মূলত ফুড প্রসেসিং ও হটিকালচারের উপর রাখা হয়েছে। এখানে নাম নথিভুক্ত করলে আগামী দিনে ব্যবসার যন্ত্রাংশ কেনার জন্য সাবসিডি মিলবে। তবে এবারের দুয়ারে সরকারের মূল আকর্ষণ আমার কর্ম দিশা। এখানে অ্যাপের মাধ্যমে ১৫-৪৫ বছর বয়সিদের কাউন্সিলের মাধ্যমে চাকরি ও ব্যবসার দিশা দেখানো হবে তার যোগ্যতা অনুযায়ী। পাশাপাশি যেসব কৃষকেরা ধান বিক্রি করতে চান তারাও তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবে ভিন্য অ্যাপের মাধ্যমে। এবারের ক্যাম্পগুলিতে এসসি ও এসটি অধ্যুষিত এলাকার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী মাসের ২-৩১ জানুয়ারী তারিখের মধ্যে উপভোক্তাদের হাতে পরিষেবা প্রদান করা হবে বলে জানান অতিরিক্ত জেলাশাসক। পাশাপাশি সুন্দরবনের নদীমাতৃক সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় নদীর মধ্যে নৌকোর মধ্যেও দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প করা হয়।

ডায়েরিয়ার প্রকোপ পাণ্ডুয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডায়েরিয়ার প্রকোপ পাণ্ডুয়ায় উত্তরখণ্ড ও সরকারডাঙা গ্রামে। আক্রান্ত বেশ কয়েকজন। জল থেকে ডায়েরিয়া ছড়াচ্ছে বলে মনে করছে প্রশাসন। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরখণ্ড গ্রামের সরকারডাঙা গ্রামের বাসিন্দারা গত

কয়েকদিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগতে থাকেন। বমি, পেট খারাপ হওয়ায় অনেকেই চিকিৎসকের কাছে যান। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা পাণ্ডুয়া হাসপাতালের বিএমওএইচ মঞ্জুর আলমকে বিষয়টি জানান। সরকারি চিকিৎসার আওতায় আসেন ওই এলাকার আক্রান্তরা।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে ওই এলাকার শিশু, মহিলা, পুরুষ মিলিয়ে নিয়ে প্রায় ১৫-২০ জনের ডায়েরিয়া হয়েছে এমন চিহ্নিত করা গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান এলাকার পুকুরে নোংরা জল থেকে কোনও ভাবে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। আক্রান্তদের গ্রামে যান চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা, সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডুয়া বিডিও সেবন্তী বিশ্বাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান উজ্জ্বলা মুর্মু এবং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। সদর মহকুমা শাসক ওই এলাকায় ঘুরে আক্রান্তদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় মানুষরাও তাঁদের এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা, জল নিকাশি সমস্যা-সহ নানান সমস্যার কথা জানান তাঁদের। সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন মহকুমা শাসক। পাণ্ডুয়ার বিডিও সেমন্তী বিশ্বাস বলেন, 'কয়েকটি বাড়ি ঘুরেছি আমরা। দেখেছি সচেতনতার অভাব আছে। বলেছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে। পানীয় জল যেখান থেকে ব্যবহার হয় সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করতে বলেছি গ্রাম পঞ্চায়েতকে। জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আক্রান্তরা বাড়িতেই আছে, কাউকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি।'

বিজেপির সাংসদ বিধায়কদের কটাক্ষ সায়নীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পাঁচ বছর ধরে দিলীপ ঘোষ ইকো পার্কে শুধু মর্নিং ওয়াক করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সায়নী ঘোষ। শুক্রবার বিকেলে খড়গপুর শহরে মহামিছিল ও প্রতিবাদ সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষকে এভাবেই কটাক্ষ করেন সায়নী ঘোষ। ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর আসনের ফলাফল প্রসঙ্গে সায়নী দাবি করেন, খড়গপুরের মানুষ বিচার করবেন, ওনার কাছ থেকে কী পেয়েছেন, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কী পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোণা রোডে আলু বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারীর 'মাটি খুঁড়ে টাকা বের করব' মন্তব্য প্রসঙ্গে সায়নী বলেন, 'উনি কি নিজের টাকার কথা বলছেন? ওনারও তো মাটির নীচে অনেক কিছু আছে।'

খড়গপুর সদরের বিজেপি বিধায়ক হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে হিরণ প্রসঙ্গে সায়নী বলেন, 'হিরণকে নিয়ে বলার মতো কিছু নেই। ওকে নিয়ে বললে, বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাবে।' তারপরই অবশ্য কটাক্ষ করে বলেন, 'ঠান্ডা ঘরে বসে রাজনীতি হয় না, অন্য মানুষকে ছোট করেও বড় হওয়া যায় না। মানুষের পাশে থাকুন, মানুষের জন্য কাজ করুন। মানুষের চাহিদা অত্যন্ত কম, সেটুকুও যদি পূরণ করতে না পারেন, আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত!' অন্যদিকে, ঘাটাল লোকসভা আসনে এবার বিজেপি থেকে হিরণের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, মুচকি হেসে বলেন, 'একটি ভোটও না।'

নৌকোয় ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: নদীর মধ্যে নৌকো, তার মধ্যে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প। এক মনোরম পরিবেশে শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম উদ্যোগ অষ্টম দুয়ারে সরকার। শুক্রবার সুন্দরবনের তিন নদীর মোহনায় ভাসমান লঞ্চে দুয়ারে সরকার উপভোক্তাদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নথি তুলে নিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী। এদিন স্বয়ং জেলাশাসক মৎস্যজীবী কার্ড পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের সংশয়পত্র তুলে দেন। পরিষেবা পেয়ে খুশি সুন্দরবনের মানুষ। ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এদিন ভাসমান জেটিতে বাউল শিল্পীদের গানের মধ্য দিয়ে রাজ্যে অষ্টমবার দুয়ারে সরকারের প্রকল্প শুরু হল রায়মঙ্গল, গৌড়েশ্বর, ডাসা নদীর মোহনায়। প্রকল্পের কাগজপত্র খতিয়ে দেখলেন স্বয়ং উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, বসিরহাটের মহাকুমা শাসক আশিস কুমার হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের লেবুখালি ও দুল্লুলি মাঝে ভেসেল ঘাটে দুয়ারে সরকার প্রকল্প আজ শুক্রবার থেকে শুরু হল। এদিন দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার তিনটি নদীতে মোট পাঁচটি নৌকো নদীপথে বিভিন্ন গ্রামের ঘাটে ঘুরে ঘুরে ক্যাম্প করে। এদিন প্রায় ১৫-১৬টি গ্রামের ১০ হাজারের বেশি সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষ ভ্রাম্যমাণ নৌকোর ক্যাম্পে আসেন। জেলাশাসক বলেন, 'সরকারের নির্দেশমতো আমরা ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্প করেছি। সুন্দরবন এলাকা নদীমাতৃক হওয়াতে আমরা নৌকোর মধ্যে ক্যাম্প করেছি। যাতে প্রান্তিক মানুষদের কোনও সমস্যা না হয়।'

Arandi-II Gram Panchayat
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: 006/15th FC, SWM (G) & 5th SFC (Tied & Untied)/Arandi-II/2023-24, Date: 14/12/2023,** for 07 nos. scheme from **15th FC, SWM (G) & 5th SFC (Tied & Untied) Fund**. Date of Online Submission **15/12/2023 to 29/12/2023 up to 11:00 AM.** For details information visit undersigned GP Office & eTender portal **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block,
North 24 Parganas

NIT NOS - 2023_ZPHD_623828_1.
Dated- 15/12/2023.
www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Mohanpur
Gram Panchayat

Office of the
SAHEBNAGAR GRAM PANCHAYAT
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender **No- MSD/SAHGP/ JALANKI/05/2023-24 (Tied), Vide Memo No.- 555/1 (12)/SAHGP, Date- 13-12-2023.** Last date of submission of bid (on-line)- **27-12-2023 upto 09.00 am.** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign

Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block

KARIMPUR PANNADEVI COLLEGE
P.O-Karimpur, Dist- Nadia, Pin-741152, W.B.

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender Notice No: Equipment/23-24/ DST-SERB (CRG/2022/002813)/Mat/03 Date: 15/12/2023

Name of Work: Supply and installation of HP Z4 Workstation in Department of Mathematics under Karimpur Pannadevi College. Bid Submission Start Date (online)- 15th December 2023 (from 10.00 a.m.), Bid Submission Closing Date (Online)- 30th December 2023 (up to 10.15 a.m.) College website http:// www.karimpurpannadevicollege.ac.in must be followed.

Sd/- Principal,
Karimpur Pannadevi College

NIT Memo no.: 1578/ E.O./Bishnupur-II dated 13/12/2023

Tender is hereby invited for (21 no works under 15th. F.C. Fund) from Bonafide and resourceful contractors having 50% credential on total estimated cost. Contractors having experience in a single work order within last 5 years will be eligible to apply. Details will be available from the Office of the undersigned during office hours on all working day.

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরএস-এসআরসি-বিজি-পি৪-ওভিএইচ-২৩-২১৪২, তারিখ ১৪.১২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/সাঁতরাগাছি, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ** ঃ দঃপূঃরেলওয়ের ইএলএস/সাঁতরাগাছির ডব্লুএপি-৪ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির ফ্লেক্সি কয়েল বগির ওভারহলিং। **পরিমাণ** ঃ ৯০টি। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ১,১৮,৩৭,৪৬৯.৬০ টাকা, জিএসটি সহ। **ইএমডি** ঃ ২,০৯,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** ঃ নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ২৪ মাস। **জমার শেষ তারিখ** ঃ ১৫.০১.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ** ঃ ১৫.০১.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০টা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনীর জন্য এবং তাঁদের বিড, টেন্ডার ফর্মের মূল্য এবং ইএমডি জমার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল টেন্ডার বুকলেট ইস্যু করা হবে না এবং গ্রাহ্য হবে না। **(PR-925)**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভাণ্ডারসমূহের প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ১২/২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৩**। নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য ই-টেন্ডারসমূহ ইতিমধ্যেই সমস্ত বিস্তারিত সমেত **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৩৫২৬৩	এএফসি-পিসি সিস্টেমের টাওয়ার টাইপ সার্ভার	২৭ টি	২০.১২.২০২৩ বেলা ২টা
০২২৩৫২৫৬	ইআরসিইউ-এর জন্য কার্বন ব্রাশ	২৫০ টি	২১.১২.২০২৩ বেলা ২টা
০২২৩৫২৮৮	ইলেক্ট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট	১৩২ টি	২৭.১২.২০২৩ বেলা ২টা
০২২৩৫২৯০	অটো কাম ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার প্যানেল ও ৪ পোল, ১০০এ এমসিসিবি	১) ১২ টি, ২) ১২টি	০২.০১.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৩৫১৫৯	হাই ক্যাপাসিটি এয়ার স্প্রিং (১৮০ কেএন)	৩২ টি	০৪.০১.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৩৫১৩৫এ	কন্ট্রোল ইলেক্ট্রনিক্স-এর জন্য ইউনিট এক্সচেঞ্জ স্পেয়ার্স	১ সেট	০৪.০১.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৩৫১৪৪এ	কন্ট্রোল গিয়ার আইটেমস-এর জন্য ইউনিট এক্সচেঞ্জ স্পেয়ার্স	১ সেট	০৪.০১.২০২৪ বেলা ২টা
০২২৩৫২৭৩	অটোম্যাটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন	১৫ টি	০৯.০১.২০২৪ বেলা ২টা
০১২৩৫১৬৫	ট্রেড ব্রেক ইউনিট (সার্ভিস ও পার্কিং)	৯ টি	১২.০১.২০২৪ বেলা ২টা

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Government of West Bengal
Press Notice

e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for execution of soil conservation work vide **(i) NIT No-04(e) Soil Cons.-Extn 2023-24 (2nd Call); Dated- 05/12/2023, (ii) NIT No- 05 (e)Soil Cons.-Extn 2023-24; Dated-11/12/2023 (iii) NIT No-06 (e) Soil Cons.-Extn 2023-24; Dated-13/12/2023**. For details pl visit. **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- A. Saha
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, Purulia

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং [illegible] ২০২৩-২৪ [illegible] ই-টেন্ডার, তারিখ ১৪.১২.২০২৩। [illegible] **(CON-45/2023-24)**

[illegible] www.easternrailway.gov.in/ www.ireps.gov.in [illegible]

[illegible] @easternrailwayheadquarter

Office Of The Block Development Officer And SABANG PANCHAYAT SAMITY
Sabang :: Paschim Medinipur

Tender Notice

On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2023_ZPHD_618126_1	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_618126_2	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_618126_3	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_618126_4	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_618126_5	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_618126_6	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_618126_7	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_620968_1	299867.00	5997.00	500.00
2023_ZPHD_620968_2	299867.00	5997.00	500.00
2023_ZPHD_620968_3	299974.00	5999.00	500.00
2023_ZPHD_621175_1	240854.00	4817.00	400.00
2023_ZPHD_621267_1	240559.00	4811.00	400.00
2023_ZPHD_621267_2	240559.00	4811.00	400.00
2023_ZPHD_621319_1	1520871.00	30417.00	2500.00
2023_ZPHD_621352_1	133964.00	2679.00	300.00
2023_ZPHD_623927_1	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_2	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_3	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_4	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_5	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_6	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_7	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_8	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_9	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_10	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_11	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_12	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_13	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_14	199306.00	3986.00	300.00
2023_ZPHD_623927_15	199306.00	3986.00	300.00

Sd/- Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

BHABTA-1 GRAM PANCHAYAT
(Under Beldanga-I Block)
Vill+P.O-BHABTA * DIST.-MURSHIDABAD (W.B.)

NIeT No -07/5th SFC/BHB-I/2023-24 and 08/15th CFC/BHB-I/2023-24 of Memo No:- **243/5th SFC/BHB-I and 251/15th CFC/BHB-I of Dated:- 14.12.2023**
Date of start of purchase of Tender paper: **- 15/12/2023 (FROM 10.00 AM)**
Last date of dropping: - **On or before 29/12/2023 (up to 2.00 PM)**
Date of Technical Bid Opening:- **01/01/2024 (2.00 PM)**
Site for download:- https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/- Prodhan
Bhabta-I Gram Panchayat
Vill+post-Bhabta, MS

NIET No. 11/BDO, KANDI/MP FUND/2023-2024

e-Tender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-operative for Construction of PCC road including protection wall and Tender Cost Rs.11.46 lakh of the Block Development Officer, Kandi Development Block for the project of MP FUND..
Start date of downloading of documents: **14/12/2023 from 18.00 hours.**
Last date of downloading of documents:- **30/12/2023 upto 15.00 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Kandi Development Block
Kandi, Murshidabad

নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
নন্দকুমারপুর, মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail Id- nandakumarpurgp09@gmail.com

নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC FUND) থেকে দরপত্র আহ্বান করেছেন।
NIT No- NKPURGP/15th FC/ Toilet/ e-NIT- 68/2023-24, Date- 12/12/2023, NIT No- NKPURGP/15th FC/Toilet/e-NIT-69/2023-24 (DRAIN), Date- 12-12-2023, Closing Date- 26-12-2023, Time- 12.00 pm, Opening Date- 28-12-2023 & 30-1-2023 at Time- 11.00 pm. Online Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** যোগাযোগ করুন।

ধন্যবাদান্তে, প্রধান
নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

রোহিতকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে অধিনায়কত্ব দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা নন, আইপিএলের সামনের আসরে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া। আজ ৩০ বছর বয়সী এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এর মাধ্যমে মুম্বাইয়ে রোহিতের সাফল্যময় নেতৃত্বের অবসান ঘটেছে। সর্বশেষ ১১ মৌসুমে রোহিতের অধীন ৫ বার আইপিএল জিতেছে মুম্বাই।

২০১৫ সালে মুম্বাইয়ের হয়েই আইপিএল অভিষেক পান্ডিয়ার। তবে সর্বশেষ দুই আসরে ছিলেন গুজরাট টাইটানসের অধিনায়ক। দুই আসরেই ফাইনাল খেলে একবার শিরোপা জিতেছে গুজরাট। গত মাসে আবারও মুম্বাইয়ে ফেরেন পান্ডিয়া। এবার পেলেন নেতৃত্বও।

অধিনায়ক পরিবর্তনের বিষয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের গ্লোবাল হেড অব পারফরম্যান্স মাহেলা জয়াবর্ধনে এক বিবৃতিতে বলেন, 'এটা উত্তরাধিকার তৈরি এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ভবিষ্যৎ,প্রস্তুতির যে দর্শন, সেটিরই অংশ। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সেই প্রথম থেকেই শচীন টেন্ডুলকার, হরভজন সিং ও রিকি পন্টিং হয়ে রোহিত পর্যন্ত অসাধারণ সব নেতৃত্ব পেয়েছে, যাঁরা সমসাময়িক সাফল্যে অবদান রাখার পাশাপাশি দলের ভবিষ্যৎ জোরালো করতে সব সময়ই ভূমিকা রেখে ছেন। একই দর্শনে সংগতি রেখে ২০২৪ মৌসুমে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়কত্ব করবেন হার্দিক পান্ডিয়া।' রোহিত মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হন ২০১৩ আসরের মাঝামাঝিতে। পাঁচটি ট্রফি নিয়ে তিনি এখন যৌথভাবে আইপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। অপরজন চেন্নাই সুপার কিংসের মহেন্দ্র সিং ধোনি। রোহিত নিজেকে আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, তাঁর নেতৃত্বেই মুম্বাই সমর্থকপ্রিয় দলের একটি হয়ে উঠেছে। সামনেও রোহিত তাঁর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মুম্বাইকে মাঠে ও মাঠের বাইরে সহায়তা করে যাবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

রোহিতের জায়গায় পান্ডিয়ার অধিনায়কত্ব করা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ভারতের টি,টোয়েন্টি দলে রোহিতের অনুপস্থিতিতে একাধিকবার নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। রোহিত নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে স্থায়ীভাবে পান্ডিয়াই ভারতের অধিনায়ক হবেন বলে মনে করেন অনেকে। তবে এবার রোহিত থাকা অবস্থায়ই অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে পান্ডিয়ার।

ধোনির ৭ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির ৭ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সামনে আর কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারকে এ জার্সি পরে দেখা যাবে না, এমনটা জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'তরুণ ক্রিকেটার ও বর্তমান ভারতীয় দলের খে লোয়াড়দের এম এস ধোনির ৭ নম্বর জার্সি না নিতে বলা হয়েছে। বিসিসিআই ধোনির টি-শার্ট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর অবদানের জন্য। নতুন কোনো খে লোয়াড় ৭ নম্বর নিতে পারবে না এবং ১০ নম্বর আগে থেকেই তালিকায় নেই।'

শচীন টেন্ডুলকারের সম্মানে এর আগে ১০ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসিআই; যদিও সে সিদ্ধান্ত এসেছিল বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক সিরিজে ১০ নম্বর জার্সি পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতীয় সমর্থকদের ট্রলের শিকার হয়েছিলেন অলরাউন্ডার শার্দুল ঠাকুর। এরপর সেই জার্সি তুলে রাখ ার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসিআই, শার্দুলও পরে জার্সি নম্বর বদলে ফেলেন।

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যান ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জেতানো সাবেক অধিনায়ক ধোনি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ভারতের হয়ে ৫৩৮টি ম্যাচ খেলেন এই উ ই কে ট কি পার - ব্যাট সম্যান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেললেও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএল খেলে যাওয়ার কথা গত মৌসুমের ফাইনাল শেষে আরেকবার জানান ৪২ বছর বয়সী ধোনি।

ধোনির ৭ নম্বর জার্সি তুলে রাখ ার কথা বলা হলেও সেটি যে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা আলাদা করে বলা হয়নি। ভারতের নারী দলের এখনকার অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ৭ নম্বর জার্সি পরেন।

এমনিতে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী কোনো খেলোয়াড় ১ থেকে ১০০-এর মধ্যে যেকোনো নম্বর জার্সিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন। তবে ভারত দলে ৬০টির বেশি নম্বর এ মুহূর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, 'একজন খেলোয়াড় যদি বছরখানেক ধরেও দলের বাইরে থাকে, আমরা তার নম্বর অন্য কাউকে দিই না। ফলে সম্প্রতি অভিষেক করা কোনো খেলোয়াড়ের জন্য বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে ৩০টির মতো নম্বর থাকে।'

এ বছরের শুরুতে অভিষেক হওয়া যশস্বী জয়সোয়াল যেমন ১৯ নম্বর জার্সি বেছে নিতে চেয়েছিলেন। তবে সেটি ব্যবহার করেন দীনেশ কার্তিক। ভারতের হয়ে নিয়মিত না খেললেও অবসর নেননি বলে কার্তিকের ১৯ নম্বর জার্সি নিতে পারেননি জয়সোয়াল। শেষ পর্যন্ত তিনি বেছে নেন ৬৪ নম্বর জার্সি।

ক্রিকেটে জার্সি তুলে রাখার ঘটনা আছে অন্য দেশেও। ২০১৪ সালে মারা যাওয়া ফিলিপ হিউজের সম্মানে ৬৪ নম্বর জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

হংকংয়ে মেসিদের প্রীতি ম্যাচের টিকিট শেষ ১ ঘণ্টায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মৌসুমের মাঝপথে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন লিওনেল মেসি। মাঝ মৌসুমে যোগ দিয়েও মায়ামিকে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা এনে দেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। এ ছাড়া অন্য একটি টুর্নামেন্টের ফাইনালেও খেলেছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি।

এখন মেসির চোখ ২০২৪ সালে, নতুন বছরে নতুন চ্যালেঞ্জে। মৌসুম শুরুর আগে প্রস্তুতি নিয়েও বেশ মনোযোগী মায়ামি। দলটি গুরুত্ব দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সফরেও। মেসিরা প্রীতি ম্যাচ খেলবেন এশিয়ার দেশ হংকংয়ে। ইন্টার মায়ামি কদিন আগে এই সফরের ঘোষণা দিতে গিয়ে জানিয়েছে, তারা চীনের প্রথম স্তরের লিগের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খে লবে। হংকং একাদশ নামের দলটির সঙ্গে মেসিরা ম্যাচটি খেলবেন ৪ ফেব্রুয়ারি।

এর মধ্যে নতুন খবর হচ্ছে, মায়ামির হংকং একাদশের বিপক্ষে ম্যাচটির টিকিট ছাড়ার এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এমন নয় যে খুব সস্তায় এই ম্যাচের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। এই ম্যাচের টিকিটের দাম রাখ া হয়েছে ১১৩ ডলার থেকে ৬২৫ ডলার পর্যন্ত।

ইন্টার মায়ামি হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলবে হংকং

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা ৪০ হাজার। তবে এরই মধ্যে ধারণক্ষমতার সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। মেসির কারণেই মূলত এমন বিদ্যুৎ গতিতে বিক্রি হয়েছে ম্যাচের সব টিকিট।

টিকিট নিয়ে দর্শকদের এমন আগ্রহ দেখে আয়োজকদের অন্যতম টটলার এশিয়ার প্রধান নির্বাহী ও চেয়ারম্যান মিশেল লামুনিয়েরে বলেছেন, 'ভক্তদের কাছ থেকে এমন সাড়া পেয়ে আমরা রোমাঞ্চিত।' এর আগে মেসি সর্বশেষ হংকং ভ্রমণে এসেছিলেন ২০১৪ সালে। সেবারও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার জন্য এসেছিলেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা।

হংকং সফর নিয়ে মায়ামির মালিকদের অন্যতম ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহাম বলেছেন, 'ক্যারিয়ারজুড়ে আমি অনেকটা সময় এশিয়ায় কাটিয়েছি। ইন্টার মায়ামিকে প্রথমবারের মতো সুন্দর এই শহরে খেলাতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।'

হংকংয়ে যাওয়ার আগে মেসিরা প্রাক্ ,মৌসুম প্রস্তুতির প্রথম ম্যাচ খে লবেন এল সালভাদরের বিপক্ষে। আগামী ১৯ জানুয়ারির সান সালভাদরের এস্তাদিও কাসতালানে মুখোমুখি হবে মায়ামি ও এল সালভাদর। তবে প্রাক্ ,মৌসুমে ইন্টার মায়ামি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচটি খেলবে আল নাসরের বিপক্ষে। ১ ফেব্রুয়ারি রিয়াদ সিজন কাপে এই ম্যাচ দিয়ে ফের মুখোমুখি হবেন মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

প্রায় ৬৫ কোটি টাকায় বিক্রি হল মেসির বিশ্বকাপের ছ'টি জার্সি, দেওয়া হবে শিশু চিকিৎসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিয়োনেল মেসির বিশ্বকাপ জার্সির দাম উঠল ৭৮ লাখ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৫ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে নিলামে তোলা হয় ২০২২ বিশ্বকাপে মেসির ব্যবহৃত ছ'টি জার্সি।

নিলাম ঘর সদবি-র নিলামে মেসির যে জার্সিগুলি তোলা হয়েছিল, সেগুলির একটি তিনি বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রথমার্ধে পরেছিলেন। বাকি জার্সিগুলি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ব্যবহার করেছিলেন সেমিফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনাল, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল এবং গ্রুপ পর্বের দু'টি ম্যাচে। জার্সিগুলির মোট দাম উঠেছে ৬৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। গত ৩০ নভেম্বর থেকে অনলাইনে শুরু হয়েছিল দর হাঁকা। বৃহস্পতিবার ছিল শেষ দিন।

সদবি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নিলাম থেকে পাওয়া অর্থের একটি অংশ দান করা হবে ইউনিকাসের প্রকল্পে। লিও মেসি ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রকল্পটি পরিচালনা করে সান্ত জোয়ান দে ডিও বার্সেলোনা চিলড্রেনস হসপিটাল। এই প্রকল্প মূলত বিরল রোগাক্রান্ত শিশুদের নিয়ে কাজ করে।

এর আগে গত মাসেই অবশ্য মেসির ৬টি জার্সি নিলামে ওঠার খ বরটি সামনে আসে। সে সময় নিলাম থেকে ১ কোটি ডলার আয়ের প্রত্যাশার কথাও জানায় সোথেবি। এরপর ৩০ নভেম্বর থেকে গতকাল পর্যন্ত চলেছে এ নিলাম।

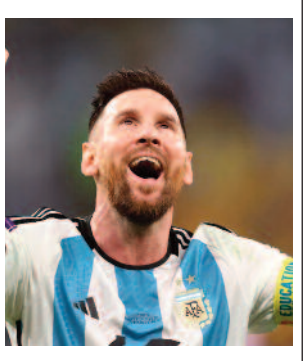

হয়েছিল ৯২ লাখ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৪ কোটি ১০ লাখ টাকা)। মেসির ছ'টি জার্সিও শেষ পর্যন্ত মারাদোনার জার্সির দামকে ছাপিয়ে যেতে পারল না।

মেসির জার্সির নিলাম নিয়ে সোথেবি জানিয়েছে, নিলাম থেকে পাওয়া অর্থের একটি অংশ দান করা হবে ইউনিকাসের প্রজেক্টে। লিও মেসি ফাউন্ডেশনের সহায়তায় যেটি পরিচালনা করে সান্ত জোয়ান দে ডিও বার্সেলোনা চিলড্রেনস হসপিটাল। এই প্রকল্প মূলত বিরল রোগাক্রান্ত শিশুদের নিয়ে কাজ করে।

এর আগে গত মাসেই অবশ্য মেসির ৬টি জার্সি নিলামে ওঠার খ বরটি সামনে আসে। সে সময় নিলাম থেকে ১ কোটি ডলার আয়ের প্রত্যাশার কথাও জানায় সোথেবি। এরপর ৩০ নভেম্বর থেকে গতকাল পর্যন্ত চলেছে এ নিলাম।

'অচেনা' দলের কাছে লিভারপুলের হার, দায় নিলেন ম্যানেজার ক্লপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হার দিয়েই ইউরোপা লিগের গ্রুপ পর্ব শেষ করল লিভারপুল। বেলজিয়ান ক্লাব সেন্ট জিলোয়াঁর মাঠে লিভারপুলের হার ২-১ গোলে। ৩২ মিনিটে মোহাম্মদ আমোরার গোলে পিছিয়ে পড়া লিভারপুল ৩৯ মিনিটে সমতায় ফেরে জারেল কানাশের গোলে। তবে ৩ মিনিট পরই ক্যামেরোন পুয়েরতাসের গোলে আবার এগিয়ে যায় জিলোয়াঁ। ম্যাচের বাকি সময় আর সমতায় ফিরতে পারেনি ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল লিভারপুল। এর আগে নভেম্বরের শুরুতে ইউরোপা লিগেই তুলুজের কাছে হেরেছিল তারা। এ হারের পরও অবশ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোয় গেছে ইংলিশ ক্লাবটি।

আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত হওয়ায় এদিন অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং অনিয়মিত মুখ নিয়েই একাদশ সাজান ক্লপ। এই ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন মোহাম্মদ সালাহ, ভার্জিল ফন ডাইক, ট্রেন্ট আলেক্সান্দার-আরনল্ড এবং গোলরক্ষক আলিসন বেকারের মতো অভিজ্ঞরা। যে দলকে ক্লপ এদিন মাঠে নামিয়েছেন, সেটি ইউরোপিয়ান কোনো টুর্নামেন্টের ম্যাচে তাদের সর্বকনিষ্ঠ একাদশও।

যে দলের গড় বয়স ছিল ২২ বছর ১৫৬ দিন।

লিভারপুলের এই দলে তিনজন খেলোয়াড় ছিলেন 'টিনএজার' বা 'কিশোর'। স্কটিশ উইঙ্গার বেন ডোয়াকের বয়স ১৮ বছর এবং লেফট ব্যাক লুক চেম্বারস ও মিডফিল্ডার কাইদে গর্ডনের বয়স ১৯ বছর। এ ছাড়া ২০ বছর বয়সী খে লোয়াড় ছিলেন আরও তিনজন; ম্যাচে লিভারপুলের একমাত্র গোলদাতা কানাশ, রাইটব্যাক কনর ব্র্যাডলি ও মিডফিল্ডার হার্ভে এলিয়ট। অপেক্ষাকৃত তরুণ এই দলের মধ্যে অবশ্য সমন্বয় ও বোঝাপড়ার ঘাটতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

ম্যাচ শেষে ক্লপ অবশ্য এই হারের দায় নিজের কাঁধেই নিয়েছেন। বলেছেন, 'আমি দলের মধ্যে প্রচুর অদল-বদল করেছি। এই পরিবর্তন দলের ছন্দ রাখার পক্ষে সহায়ক ছিল না। এই ধরনের ম্যাচের পর আমি কখ নোই খেলোয়াড়দের বিচার করব না। বলব না যে, তওহ সে যথেষ্ট ভালো খেলতে পারেনি দ আমি জানি, তারা কতটা ভালো। কারণ, আমি তাদের অনুশীলনে প্রতিদিন দেখি। আর এটা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা।'

তরুণ খেলোয়াড়দের বিকাশে এই ধরনের ম্যাচের গুরুত্ব নিয়ে ক্লপ আরও বলেন, 'এটা এমন ম্যাচ, যেখ ানে আপনি সংগ্রাম করছেন, লড়াই করছেন এবং টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি না এমন ম্যাচ খেলা ছাড়া খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ার কখনো শুরু হওয়া উচিত।'

গত রাতে অন্য ম্যাচে মলদোভার ক্লাব শেরিফ তিরাসপুলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে এএস রোমা। এই জয়ের পরও ইতালিয়ান ক্লাবটি অবশ্য গ্রুপ রানার্সআপ হয়েই পরের রাউন্ডে গেছে। এই গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেক প্রজাতন্ত্রের ক্লাব স্লাভিয়া প্রাগ। আরেক ম্যাচে মার্শেইকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ,সেরা হয়েই নকআউটে গেছে ব্রাইটন। ম্যাচ হারলেও এই গ্রুপ থেকে ব্রাইটনের সঙ্গী হয়েছে ফরাসি ক্লাবটি।

ভারতকে হারিয়ে যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঞ্চটা গড়ে দিয়েছিলেন মারুফ মৃধা। ৪ উইকেট নিয়ে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটিংয়ে ধস নামান এই বাঁহাতি পেসার। তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৮৮ রানে থেমেছে ভারতের ইনিংস।

দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে সে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ৩ উইকেট হারিয়ে হোঁচট খায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সে ধাক্কা থেকে বাংলাদেশের যুবারা ঘুরে দাঁড়ান আরিফুল ইসলাম ও আহরার আমিনের ১৩৮ রানের দারুণ জুটির সৌজন্যে। শেষ পর্যন্ত ৪৩ বল হাতে রেখে ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করলেন বাংলাদেশের যুবারা। আগামী পরশু ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। আজ সেমিফাইনালে তারা পাকিস্তানকে হারিয়েছে ১১ রানে।

মাঝারি লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে বাংলাদেশের শুরুটা একদম ভালো হয়নি। উল্টো ৩৪ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ভারতীয়দের ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছে বাংলাদেশ। মারকুটে ওপেনার জিশান আলম (০) ইনিংসের প্রথম ওভারেই বোল্ড হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান রাজ লিমবানির বোলিংয়ে। ১৩ রান করা চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান ষষ্ঠ ওভারে উইকেট দিয়েছেন নামান তিওয়ারিকে। বড় ক্ষতিটা হয় পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ওপেনার আশিকুর রহমানের বিদায়ে। আগের ম্যাচে শতক করা আশিকুর আজ ২২ বল খেলে ৭ রান করে রানআউট হয়েছেন।

বাংলাদেশের রান তখন ৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৪। এই বিপদ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে একটা জুটির দরকার ছিল বাংলাদেশের। আরিফুল ইসলাম ও আহরার আমিনের লড়াকু ব্যাটিং সে দাবি মেটায়। আমিন ধরে খেলেছেন। আর আরিফুল বাজে বলের প্রাপ্য মিটিয়ে করেছেন দারুণ ব্যাটিং। দুজনের যুগলবন্দীতে বিপদ কাটিয়ে দাপট দেখানো শুরু করে বাংলাদেশ। শুরুতে সময় নিলেও আরিফুল থিতু হওয়ার পর চার-ছক্কায় দ্রুত রান বাড়াতে থাকেন।

আরিফুল শতকের খুব কাছে গিয়েও ফিরেছেন তিন অঙ্ক না ছুঁয়ে। ছক্কা মেরে তিন অঙ্ক স্পর্শ করতে গিয়ে ৯৪ রানে আউট হন আরিফুল। ৯০ বল খেলে ৯টি চার ও ৪টি ছক্কায় ১০৪ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটি সাজিয়েছেন। আরিফুল যখন আউট হন, জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৭ রান। সেই রান

তুলতে আরও ২টি উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। শিহাব জেমসের (৭ বলে ৯ রান) পর আউট হয়েছেন আহরার (১০১ বলে ৪৪ রান)। অধিনায়ক মাহফুজুর (৩ *) ও শেখ পারভেজ (২ *) অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন।

ব্যাটসম্যানদের কাজটা সহজ করেছেন মূলত মারুফ মৃধা। নতুন বলে নিয়মিত উইকেট নিচ্ছিলেন এই তরুণ বাঁহাতি। জাপানের বিপক্ষে ১ আর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২টির আজ ভারতের বিপক্ষে সংখ্যাটা ৩-এ এসে ঠেকল। সেটাও ইনিংসের সপ্তম ওভারের মধ্যে। ভারতের রান তখন ৩ উইকেটে ১৩। বাংলাদেশের টসে জিতে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটা তখন 'মাস্টারস্ট্রোক' মনে হচ্ছিল।

যুক্তিও আছে। মৃধার মূল শক্তি সুইং। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে সকালের কন্ডিশন নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যা কাজে লাগিয়ে ভারতের দুই ওপেনার আদর্শ সিং (২), আরশিন কুলকার্নি (১) ও চারে নামা অধিনায়ক উদয় সাহারানকে আউট করেন।

দ্রুত উইকেট পতনের ধাক্কাটা প্রিয়ানশু মোলিয়া ও শচীন দাসের জুটিতে কিছুটা হলেও কাটিয়ে ওঠে ভারত। কিন্তু ১২তম ওভারে রোহানাত উদ্দৌলার বলে ১৬ রান করে বোল্ড হন শচীন। রোহানাতের একই স্পেলে আউট হয়েছেন ১৯ রান করা প্রিয়ানশুও। একই ওভারে সদ্য ক্রিজে আসা অভিনাশকে রানআউট করেন অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান। বাংলাদেশের দুই পেসারের বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে ৬১ রান ৬ উইকেট হারিয়ে ভারত তখন ধুঁকছিল।

সেখান থেকে ভারত দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় মুশের খান ও মুরুগান অভিষেকের সৌজন্যে। দুজনই ফিফটি করে ভারতের রান সম্মানজনক একটা জায়গায় নিয়ে যান। ইনিংসের ৩৪তম ওভারে ৬১ বলে ৫০ রান করা মুশেরের ইনিংস থামান অধিনায়ক মাহফুজুর নিজেই। ভয়ংকর হয়ে ওঠা অভিষেকের উইকেট নিয়েছেন মারুফ। আউট হওয়ার আগে ৭৪ বল খেলে ৬২ রান করেছেন তিনি। এরপর ভারতের ইনিংস বেশি দূর এগোয়নি। ৪২.৪ ওভারে ১৮৮ রানে অলআউট হয় ভারত।

এক দিনে পড়ল ১৯ উইকেট, বাংলার দীপ্তির দাপটে বেসামাল ইংল্যান্ড, জয়ের গন্ধ পাচ্ছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়েতে দেখ া গেল বোলারদের দাপট। গোটা দিনে পড়ল ১৯টি উইকেট। তার মধ্যে ইংল্যান্ডের ১০টি। বাংলার দীপ্তি শর্মার দাপটে প্রথম ইনিংসে ২৯২ রানে পিছিয়ে পড়ল ইংল্যান্ড। তখনই ম্যাচ তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে ভারত। যা পরিস্থিতি তাতে তৃতীয় দিনেই ম্যাচ শেষ হয়ে যেতে পারে।

টেস্টের ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসে এর আগে সর্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল ৪১০ রান। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানকে সেই লক্ষ্য দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত এগিয়ে রয়েছে ৪৭৮ রানে। অর্থাৎ, চতুর্থ ইনিংসে ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য যাই হোক না কেন সেটা হবে মহিলাদের টেস্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

প্রথম দিন ব্যাট করতে নেমে ৪০০ রান পার করেছিল ভারত। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে তার সঙ্গে খুব বেশি রান যোগ হয়নি। ব্যাট হাতেও রান পেয়েছেন দীপ্তি। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৬৭ রান করেন তিনি। প্রথম ইনিংসে ৪২৮ রান করে ভারত। যে ভাবে প্রথম দিন ভারতীয় ব্যাটারেরা খেলেছিলেন তাতে দেখে মনে হচ্ছিল ইংল্যান্ডও বড় রান করবে। কিন্তু আদতে হল তার উল্টো। শুরু থেকেও উইকেট পড়তে শুরু করে ইংল্যান্ডের। একমাত্র ন্যাট শিভার-ব্রান্ট ছাড়া কেউ রান পাননি। ট্যামি বিউমন্ট, সোফিয়া ডাঙ্কলি, হেদার নাইটের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটারেরা সুবিধা করতে পারেননি। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবার শেষে বল করতে যান দীপ্তি। আর তার পরেই চমক দেখান তিনি। ইংল্যান্ডের মিডল ও লোয়ার অর্ডারকে সাজঘরে ফেরান তিনি।

ড্যানিয়েল ওয়াট, এমি জোনস, সোফি একলেস্টোন, কেট ক্রস ও লরেন ফিলারকে আউট করেন দীপ্তি। ৫.৩ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন তিনি। দীপ্তির দাপটে ৩৫.৩ ওভারে ১৩৬ রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। শিভার-ব্রান্ট ৫৯ রান না করলে তাদের সমস্যা আরও বাড়ত। প্রথম ইনিংসে ২৯২ রানের বিশাল লিড পায় ভারত।

দ্বিতীয় ইনিংসেও শুরুটা ভাল করে ভারত। শেফালি বর্মা ও স্মৃতি মান্ধানা দ্রুত রান করছিলেন। শেফালি ৩৩ রানে আউট হন। মান্ধানা করেন ২৬ রান। তাঁরা আউট হওয়ার পরে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। জেমাইমা রদ্রিগেজ ২৭ ও দীপ্তি ২০ রান করেন। ইংরেজ বোলারদের সামনে ভারতীয় ব্যাটারেরাও সমস্যায় পড়ছিলেন। ১৩৩ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায় ভারতের। সেখান থেকে দলকে সামলান অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও পূজা বস্ত্রকর।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ৬ উইকেটে ১৮৬। হরমনপ্রীত ৪৪ রানে ব্যাট করছেন। ইংল্যান্ডের দুই স্পিনার ভারতের ৬টি উইকেট নেন। তাতে অবশ্য চাপে নেই ভারত। এখন থেকেই জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছে তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**